RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

গল্প
ফুলকপি
লেখক
অনীশ দাম
পৃষ্ঠা- ০৫

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১০, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৫ মে - ২৮ মে, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 30, Issue: 10, Cooch Behar, Friday, 15 May - 28 May, 2026, Pages: 12, **Rs. 3**

সেনাপতি নিশীথ, একনজরে নতুন মন্ত্রিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজভবনের পরিবর্তে জনসমক্ষে শপথ নিয়ে তিনি এক নতুন রাজনৈতিক ঘরানার সূচনা করলেন। রাজকীয় এই অনুষ্ঠানে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন কোচবিহারের 'বাজিগর' নিশীথ প্রামাণিক। মাথাভাঙা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫৭ হাজার ভোটের রেকর্ড ব্যবধানে জিতে তিনি প্রমাণ করেছেন উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আজও অমলিন। রাজবংশী ঐতিহ্যের হলুদ গামছা কাঁধে যখন তিনি শপথ নিচ্ছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এককালে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। এবার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব পেলেন তিনি।

সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, পরিবহন, পূর্ত-সহ মোট ৪৩টি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো নিজের হাতেই রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৫,১১৫ ভোটে পরাজিত করার ম্যাজিক ফিগার তাঁকে দলের অঘোষিত 'সর্বাধিনায়ক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপির 'চাণক্য' বলে পরিচিত দিলীপ ঘোষ। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার কথা রাজনৈতিক মহলে প্রসিদ্ধ। পঞ্চায়েত, কৃষি বিপণন ও প্রাণীসম্পদ দফতরের দায়িত্ব পেলেন তিনি। জঙ্গলমহলের মাটির নেতা হিসেবে

তাঁর পরিচিতি গ্রাম বাংলার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব। মন্ত্রিসভায় নারী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব পেলেন অগ্নিমিত্রা পাল। শিল্প এবং ফ্যাশন জগতের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ রাজ্যের কর্মসংস্থান ও শিল্প ভাবমূর্তিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এছাড়া, দক্ষিণবঙ্গের মতুয়া ভোটব্যাংক এবং সীমান্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখে খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দফতরের দায়িত্ব পেলেন অশোক কীর্তনিয়া। অন্যদিকে, জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজের কণ্ঠস্বর হিসেবে ক্ষুদিরাম টুডুর হাতে রয়েছে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ দফতরের ভার। ২০৭টি আসনের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা এই সরকার প্রথম দিন থেকেই জনমুখী কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নিশীথ প্রামাণিকের মতো তরুণ মুখ এবং দিলীপ ঘোষের মতো অভিজ্ঞ নেতাদের সংমিশ্রণে গঠিত এই মন্ত্রিসভা আগামী পাঁচ বছর বাংলার উন্নয়নে কতটা গতি আনতে পারে, এখন সেটাই দেখার। তবে আনন্দের আবহের মাঝেও উত্তর ২৪ পরগনার উত্তপ্ত পরিস্থিতি এবং শুভেন্দুর ব্যক্তিগত সহকারীর মৃত্যু র ঘটনা নতুন মন্ত্রিসভার সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

নিট বিতর্কে সরব কৃতী ছাত্র চন্দ্রচূড়

নিজস্ব প্রতিবেদন

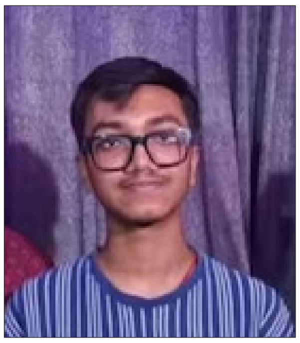

কোচবিহার: ২০২৪-এর মাধ্যমিকের পর ২০২৬-এর উচ্চ মাধ্যমিকেও সাফল্যের ধারা বজায় রাখল কোচবিহারের কৃতি সন্তান চন্দ্রচূড় সেন। রামভোলা হাই স্কুলের এই ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৯৩ নম্বর পেয়ে রাজ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। বৃহস্পতিবার, ১৪ মে ফল প্রকাশের পর থেকেই কোচবিহার রামভোলা হাই স্কুল এবং চন্দ্রচূড়ের বাড়িতে উৎসবের আমেজ।

ঐতিহ্যবাহী রামভোলা হাই স্কুল আরও একবার প্রমাণ করল তাদের শিক্ষার মান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার দাস সহ অন্যান্য শিক্ষকরা চন্দ্রচূড়ের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। এদিন তাঁরা সশরীরে চন্দ্রচূড়ের বাড়িতে পৌঁছে উত্তরীয় এবং মিষ্টি দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। জেলা থেকে মেধা তালিকায় একমাত্র নাম হিসেবে চন্দ্রচূড় জায়গা করে নেওয়ায় স্কুলের প্রতিটি ছাত্র ও শিক্ষক গর্বিত। স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চন্দ্রচূড় বরাবরের মেধাবী এবং পরিশ্রমী, যা স্কুলের বাকি পড়ুয়াদের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা।

মেধা তালিকায় উজ্জ্বল নাম থাকলেও, চন্দ্রচূড়ের মন জুড়ে রয়েছে একরাশ উদ্বেগ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ধারাবাহিক দাপট বজায় রাখা এই ছাত্রের মূল লক্ষ্য ছিল চিকিৎসাবিদ্যা। কিন্তু গত ৩ মে অনুষ্ঠিত নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এবং সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারি নিয়ে সে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। চন্দ্রচূড় জানায়, উচ্চ মাধ্যমিকের চেয়েও বেশি সময় দিয়েছিল সে এই পরীক্ষার পেছনে। কিন্তু এখন সেই পরীক্ষা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা হতাশাজনক।

সাফল্যের খবর আসতেই বাবা শান্তনু সেন ও মা মৌসুমী সেন ছেলেকে মিষ্টিমুখ করিয়ে আশীর্বাদ করেন। অভাবনীয় এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন কোচবিহারের সাধারণ মানুষও।

বিধানসভার স্পিকার মনোনীত কোচবিহারের রথীন্দ্রনাথ বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রথম বিজেপি সরকারের বিধানসভা অধ্যক্ষ বা স্পিকার পদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। হেভিওয়েট সব নামকে পিছনে ফেলে স্পিকার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র তথা কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসুকে। বৃহস্পতিবার, ১৪ মে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই সমাজমাধ্যমে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। আরএসএস ঘনিষ্ঠ এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা হিসেবে রথীন্দ্রনাথের পরিচিতি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে মনোনয়নের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে কাজ করেছে।

রথীন্দ্রনাথ বসুর এই মনোনয়নের পিছনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমীকরণ রয়েছে। বাংলার সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথম উত্তরবঙ্গের কোনও নেতাকে স্পিকারের মতো উচ্চ সাংবিধানিক পদে বসানো হচ্ছে, যা উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের আবেগকে সম্মান জানানোর একটি বড় পদক্ষেপ। দলের রাজ্য সহ-সভাপতি হিসেবে সাংগঠনিক দক্ষতার পাশাপাশি তিনি একজন সুবক্তা হিসেবেও পরিচিত।

কোচবিহারের সন্তান হয়েও দীর্ঘদিন শিলিগুড়িতে থেকে দলের কাজ করার সুবাদে গোটা উত্তরবঙ্গেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

মনোনীত হওয়ার পর রথীন্দ্রনাথ বসু জানান যে, দল তাঁর ওপর যে ভরসা রেখেছে তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন এবং বিধানসভায় সুস্থ বিতর্কের পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন। নিয়ম অনুযায়ী, নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণের পর বিধানসভায় ভোটাভুটি হবে। যদি বিরোধী পক্ষ কোনও পাল্টা প্রার্থী না দেয়, তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হবেন রথীন্দ্রনাথ বসু। ১৮তম বিধানসভার এই নতুন অধ্যায় শুরু হওয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

শপথ নিয়ে সোজা জোড়াসাঁকোয় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ৯ মে, শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আর.এন. রবি তাঁকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করান। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা এবং বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে বিপুল জয়লাভ করে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং নন্দীগ্রামের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরেও বড় ব্যবধানে জয়ী হয়ে নিজের নেতৃত্ব প্রমাণ করেছেন।

শপথ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমরা বাংলার পুনর্গঠন করব।" তিনি তাঁর সরকারি কাজ শুরুর আগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ হলো রাজ্যের ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছা অনুসারে রবীন্দ্রজয়ন্তীর পুণ্য লগ্নে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। শুভেন্দু অধিকারী জোর দিয়ে বলেন যে, দলমত নির্বিশেষে তিনি রাজ্যের প্রত্যেকটি নাগরিকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেন্দুকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর আগামী কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করেছেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি এই জয়কে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের জয় বলে অভিহিত করেছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত ছিল ৯৮ বছর বয়সী প্রবীণ বিজেপি কর্মী মাখনলাল সরকারের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন। প্রধানমন্ত্রী জনসংঘের আমলের এই প্রবীণ কর্মীর পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন। মাখনলাল সরকারের পরিবারের সদস্যরা এই দিনটিকে 'ঐতিহাসিক' বলে বর্ণনা করেছেন। মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনীয়া, নিশীথ প্রামাণিক এবং ক্ষুদিরাম টুডুর মতো নেতারাও শপথ গ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারীর এই উত্থানকে 'সোনার বাংলা'র নতুন অধ্যায় হিসেবে দেখছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড জুড়ে ছিল উৎসবের মেজাজ। রাজনৈতিক লড়াইয়ে চর্চিত হওয়া 'ঝালমুড়ি' এদিন হয়ে উঠেছিল বিজয়ের স্বাদ। মাঠের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ২০টি ঝালমুড়ি স্টলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যেখানে হাজার হাজার সমর্থক ভিড় জমান। উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ এক নজিরবিহীন জনঅংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছে, যেখানে দুই পর্যায় মিলিয়ে গড় ভোটদানের হার ছিল ৯২.৪৭ শতাংশ। স্বাধীনতার পর এ রাজ্যে প্রথমবার বিজেপির সরকার গঠন বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করল বলে মনে করা হচ্ছে।

নিট-ইউজি ২০২৬ বাতিল

প্রশ্ন ফাঁসের কেলেঙ্কারিতে দিশেহারা ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার দাবিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফাঁস হয়ে গেল মেডিকেলে ভর্তির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি, ২০২৬-এর প্রশ্নপত্র। সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম এই শিক্ষা কেলেঙ্কারির জেরে শেষপর্যন্ত পরীক্ষাটি বাতিল ঘোষণা করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। এর ফলে দেশের প্রায় ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর দীর্ঘ পরিশ্রম এবং তাঁদের পরিবারের স্বপ্ন ও আর্থিক বিনিয়োগ এক লহমায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল।

এই ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি তদন্তের ভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দিয়েছে। রাজস্থানের সিকর এবং জয়পুর থেকে এই দুর্নীতির জাল গোটা দেশে ছড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জয়পুর থেকে এই চক্রের মূল পাণ্ডা মণীশকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সিকর থেকে আটক করা হয়েছে অন্তত ৪০ জনকে। তবে অন্যতম মাস্টারমাইন্ড রাকেশ মাওভারিয়া এখনও পলাতক। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পরীক্ষার আগেই হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্নপত্রের একাংশ ছড়িয়ে পড়েছিল। ৪১০টি প্রশ্নের মধ্যে রসায়ন বিষয়ের প্রশ্নসহ প্রায় ১০০০টি প্রশ্নের মিল পাওয়া গিয়েছে।

জিপিএস ট্র্যাকিং ও এআই প্রযুক্তির নজরদারির যে বড়াই এনটিএ করেছিল, এই ঘটনা তার কঙ্কালসার চেহারা বের করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই ঘটনার কঠোর নিন্দা করে জানিয়েছেন, “তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে, কেউ রেহাই পাবে না।” তবে গত ৯ বছরে চারবার নিটের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় প্রশাসনের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের একাংশ।

নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানানো হলেও ১২ মে, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি। যদিও বলা হয়েছে যে নতুন করে পরীক্ষার জন্য কোনও রেজিস্ট্রেশন ফি লাগবে না, তবে আকস্মিক এই বাতিলের সিদ্ধান্তে পরীক্ষার্থীদের ওপর মারাত্মক মানসিক চাপ ও আর্থিক বোঝা চেপেছে। বছরের পর বছর কোচিং নিয়ে প্রস্তুতি চালানোর পর এমন প্রশাসনিক ব্যর্থতায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর উদ্বেগ।

১ জুলাই থেকে নতুন গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন

বছরে মিলবে ১২৫ দিনের কাজ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কলকাতা: গ্রামীণ কর্মসংস্থানে আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ১ জুলাই থেকে সারা দেশে কার্যকর হতে চলেছে ‘বিকশিত ভারত – রোজগার ও জীবিকা গ্যারান্টি মিশন (গ্রামীণ)’ আইন, ২০২৫। নতুন এই আইনের মাধ্যমে বর্তমান মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনের পরিবর্তে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং স্থায়ী সম্পদভিত্তিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই আইনের অধীনে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের জন্য বছরে ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিনের কাজের আইনি গ্যারান্টি দেওয়া হবে। অদক্ষ কায়িক শ্রমে যুক্ত হতে ইচ্ছুক প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য এই সুবিধা পাবেন। কেন্দ্রের দাবি শুধু কর্মসংস্থান নয়, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবিকা সুরক্ষা এবং জলবায়ু সহনশীল সম্পদ তৈরিই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

সরকার জানিয়েছে, বর্তমানে ই-কেওয়াইসি যাচাই হওয়া জব কার্ডগুলি আপাতত বৈধ থাকবে। তবে পরবর্তীতে ধাপে ধাপে নতুন ‘গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড’ দেওয়া হবে।

নতুন আইনে শ্রমিকদের মজুরি সরাসরি ব্যাংক বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে এবং কাজ শেষের ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না মিললে দেরির জন্য প্রতিদিন ০.০৫ শতাংশ (০.০৫%) হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ না পেলে বেকারত্ব ভাতার ব্যবস্থাও থাকছে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র ৯৫,৬৯২ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করেছে। রাজ্যগুলির অংশ মিলিয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৫১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনিক ব্যয়ের বরাদ্দও বাড়ানো হয়েছে।

নতুন আইনে কাজের ক্ষেত্রকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে জল নিরাপত্তা, গ্রামীণ পরিকাঠামো, জীবিকা সংক্রান্ত পরিকাঠামো এবং দুর্যোগ মোকাবিলা। সেচব্যবস্থা, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কোল্ড স্টোরেজ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মতো কাজগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে। বায়োমেট্রিক হাজিরা, ফেসিয়াল রেকগনিশন, ভৌগোলিক তথ্যভিত্তিক মানচিত্র এবং জিও-ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে কাজের তদারকি করা হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরীক্ষা ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

মহিলা শ্রমিকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কর্মস্থলে শিশুদের দেখাশোনার জন্য ‘ক্রেশ’ বা শিশু যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা হবে। এছাড়াও পানীয় জল, বিশ্রামের জায়গা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং দুর্ঘটনা বিমা সুরক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এই নতুন আইন শুধুমাত্র একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প নয়, বরং ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ও স্বনির্ভর গ্রামীণ ভারত বা ‘বিকশিত ভারত’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম আদৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: ১৪ মে, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। পরীক্ষা শেষের মাত্র ৭৬ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করলো পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এ বছরই প্রথমবারের মতো সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরা চমকপ্রদ ফলাফল করেছে।

এ বারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয়ের ছাত্র আদৃত পাল। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের জিষ্ণু কুণ্ডু, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ঋতব্রত নাথ এবং ঐতিহ্য পাঁচাল। তিন জনই মোট ৪৯৫ নম্বর পেয়েছেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন পাঁচজন। এর মধ্যে রয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের দেবপ্রিয় মাঝি, প্রীতম বল্লভ ও তন্ময় মণ্ডল, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌম্য রায়, সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রবতী মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুলের শুভায়ন মণ্ডল। সকলের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪।

এবারের পরীক্ষায় মোট পাসের হার ৯১.২৩ শতাংশ। পাসের হারে ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা। মেয়েদের মোট পাসের হার ৯২.৪৭ শতাংশ। ছেলেদের পাসের হার ৮৯.৭১ শতাংশ। প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছেন মোট ৬৪ জন পরীক্ষার্থী। জেলার ভিত্তিতে পাসের হারে শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, দ্বিতীয় স্থানে হাওড়া এবং তৃতীয় স্থানে উত্তর ২৪ পরগনা।

সংসদ সূত্রে খবর, একই দিনে রাজ্যের মোট ৫৬টি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে স্কুল প্রতিনিধিদের হাতে মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। পরে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সেই নথিপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর হয়েছিল প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা। তারপর দ্বাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি। চতুর্থ সেমিস্টারের পাশাপাশি তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা এবং পুরনো বার্ষিক পদ্ধতির পরীক্ষাও হয়েছে। সব মিলিয়ে, এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ ১০ হাজার।

‘ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন’ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল না

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: দীর্ঘদিন আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে থাকার পর অবশেষে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে স্থায়ী সদস্যপদ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তবে বোর্ডের এই সদস্যপদ প্রাপ্তি সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের বন্যা ও নদী সমস্যা সমাধানে ‘ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন’ গঠন নিয়ে ধোঁয়াশা এখনো কাটেনি। এই কমিশন গঠন না হলে উত্তরবঙ্গ দীর্ঘমেয়াদে কতটা লাভবান হবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল মনে করেন, ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া ইতিবাচক হলেও নদী কমিশন গঠন না হলে সঠিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর পর্যালোচনার জন্য সেচ দপ্তরের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। তাই ভারত ও ভুটানের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিশন গঠিত হলে তবেই সঠিক রিপোর্ট ও পর্যাপ্ত অর্থ মিলবে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের আরেক প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় ভিন্ন এক আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন। তিনি জানান যে, এতদিন আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে থাকার ফলে প্রকল্পের খরচের ২৫ শতাংশ রাজ্যকে বহন করতে হতো, যা দিতে না পারায় অনেক সময় কেন্দ্রের টাকা ফেরত যেত। এখন স্থায়ী সদস্য হওয়ার পর কেন্দ্র ৯০ শতাংশ খরচ বহন করবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে তাঁর মতে, ব্রহ্মপুত্র বোর্ড থেকে টাকা পেতে গেলে নদী কমিশন থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

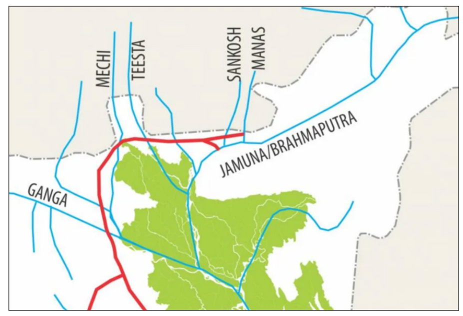

ভুটান থেকে তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাকের মতো প্রায় ৭৬টি নদী উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে। যথেচ্ছ ডলোমাইট খনন ও অরণ্য বিনাশের ফলে এই নদীগুলোর চরিত্র বদলে গিয়েছে এবং বাড়ছে হড়পা বানের আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে একটি কারিগরি বিশেষজ্ঞ দল থাকলেও পূর্ণাঙ্গ কমিশনের দাবি জোরালো হচ্ছে। যদিও আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা আশাবাদী যে, ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে ঠাঁই পাওয়াই প্রমাণ করে কেন্দ্র রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে ভাবছে এবং আগামীতে অন্যান্য দাবিগুলোও গুরুত্ব পাবে।

শিলিগুড়িতে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রকল্পের উদ্বোধন ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠান

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও প্রযুক্তির মানোন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ।

সম্প্রতি শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রাঙ্গণে একাধিক আধুনিক পরিকাঠামোর উদ্বোধন এবং প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী। আধুনিক প্রযুক্তিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করতে বেশ কিছু নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। যেমন ইলেকট্রিক ভেহিকেল ওয়ার্কশপ। এখানে টয়োটা-কিলোস্কার-এর সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক ইলেকট্রিক ও হাইব্রিড-ইলেকট্রিক যান প্রযুক্তি বিষয়ক ওয়ার্কশপ। শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী এই ওয়ার্কশপটি পরিদর্শন করেন। সি-ডিএসি-এর সহায়তায় নির্মিত থ্রি-ডি টেকনোলজি ও অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি বিভাগের জন্য একটি নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। পরিবেশ সচেতনতা অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও পালন করা হয়।

দিনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব। ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতার পর ১০ মে শিলিগুড়িতে এই অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা দিনটি উদযাপন করেন। পাশাপাশি, গণভোটের মাধ্যমে প্রাক্তনীদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মতে, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের প্রধান চারটি স্তম্ভ হলো বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালন পর্ষদ এবং প্রাক্তনী। এই চার শক্তির সমন্বয়েই প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হয়। শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা নয়, বরং শিল্পক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগগুলোর মূল লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উদযাপন

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পালিত হল আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। গত ১২মে মঙ্গলবার হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। নার্সদের নিঃস্বার্থ পরিষেবা ও মানবিক ভূমিকার প্রতি সম্মান জানাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সৈকত দত্ত, মেডিকেল সুপার সৌরদীপ রায় সহ হাসপাতালের একাধিক বিশিষ্ট চিকিৎসক ও আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে নার্সদের সম্মান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অতিথিরা। তাঁরা বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলেন নার্সরা। রোগীর সেবায় দিন-রাত এক করে কাজ করেন তাঁরা। শুধুমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রেই নয়, রোগীদের মানসিকভাবে শক্তি জোগাতেও নার্সদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এদিন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নার্সিং পেশার গুরুত্ব, দায়িত্ব ও মানবিক দিক নিয়ে

আলোচনা করেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। পাশাপাশি রোগী পরিষেবায় অসামান্য অবদানের জন্য একাধিক নার্সকে সম্মানিতও করা হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নার্সরাও তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা জানান, রোগীর সুস্থতা এবং হাসিই তাঁদের কাজের সবচেয়ে বড় প্রেরণা।

প্রতিদিনের ব্যস্ততা ও চাপের মধ্যেও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়াকেই তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব এবং গর্ব বলে মনে করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক নার্স দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিন নয়, বরং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নার্সদের অবদানকে স্মরণ ও সম্মান জানানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ভবিষ্যতেও নার্সদের কাজের পরিবেশ ও পরিষেবার মান আরও উন্নত করার দাবি জানিয়েছেন উদ্যোগক্তারা।

মেখলিগঞ্জে স্কুল থেকে জওয়ানদের সরিয়ে ক্লাস শুরুর দাবি অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

মেখলিগঞ্জ: মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী সরিয়ে দ্রুত পঠনপাঠন শুরুর দাবিতে সরব হয়েছেন অভিভাবকরা। বিধানসভা নির্বাচনের কারণে বিদ্যালয়টিতে জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও ফলাফল ঘোষণা শেষ হওয়ার পরেও তাঁরা অন্যত্র না সরায় স্কুলটি এখনো পঠনপাঠনের অনুপযোগী হয়ে রয়েছে। যদিও বিদ্যালয় বন্ধের আগেই প্রথম সামেটিভ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল, তবুও দীর্ঘকালীন এই অচলাবস্থার কারণে ছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ডন আলি ও অপূর্ব অধিকারীর মতো অভিভাবকরা। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে গরমের ছুটি চললেও, তাঁদের দাবি এই ছুটির অবসরেই যেন জওয়ানদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়, যাতে ছুটি শেষে ছাত্রীরা দ্বিতীয় সামেটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতি ও স্বাভাবিক ক্লাসে ফিরতে পারে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের টিআইসি কল্পনা মোহন্ত জানিয়েছেন যে সেনাবাহিনী সরানোর কোনো নির্দেশ এখনো তাঁদের কাছে আসেনি, তবে মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল আশ্বাস দিয়েছেন যে গরমের ছুটি শেষ হলে বিদ্যালয়টি পুনরায় খোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও পদক্ষেপ করা হবে।

উজ্জ্বল এলইডি হেডলাইট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বেআইনি এবং অনুমোদনহীন অতিরিক্ত উজ্জ্বল এলইডি হেডলাইট ব্যবহার রোধে সম্প্রতি কোচবিহারে বিশেষ অভিযান চালাল জেলা ট্রাফিক পুলিশ। সাধারণ মানুষের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ডিএসপি ট্রাফিকের নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন ট্রাফিক গার্ড, ওসি, ট্রাফিক পরিদর্শক ও অন্যান্য ট্রাফিক কর্মীরা অভিযানে অংশ নিয়েছেন। অভিযানকালে একাধিক গাড়িতে নিয়ম বহির্ভূত এলইডি ও ঝলমলে আলো ব্যবহার চিহ্নিত হয়। পরে এগুলো সরিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে অনেক যানবাহনে অতিরিক্ত উজ্জ্বল এলইডি আলো ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বিপরীত দিক থেকে আসা চালকদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রভাবিত

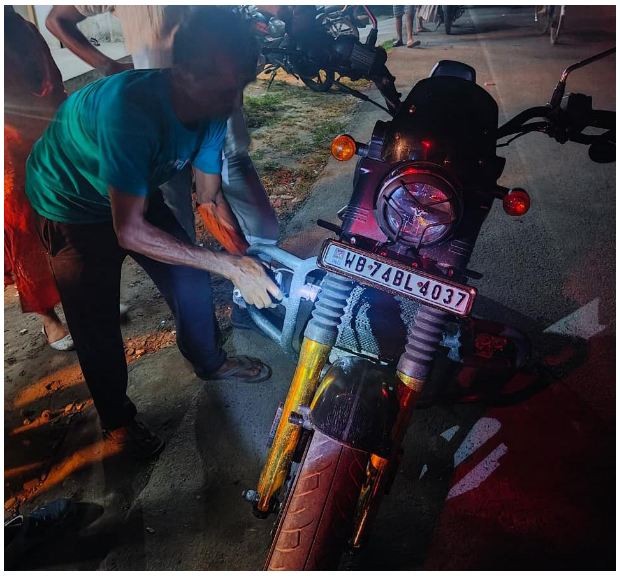

করছে। ফলে দুর্ঘটনার প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষত, রাতের দিকে এই সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে।

জেলা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, অনুমোদনবিহীন বাহ্যিক এলইডি আলো ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনি এবং এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভবিষ্যতেও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের অভিযান চলবে।

সকল যানবাহন চালকদের আইন মেনে চলার এবং বেআইনি আলো ব্যবহার বন্ধ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত অস্ত্র, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সম্প্রতি দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত নেলপুরঘাট এলাকায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার হল অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি। ঘটনার জেরে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ নেলপুরঘাট এলাকায় বিশেষ চেকিং অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। তল্লাশির পর তাঁর কাছ থেকে একটি দেশীয় তৈরি ৭ এমএম পিস্তল এবং ৪ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার হয়।

ধৃতের নাম রঞ্জিত দাস, কিসামতদশগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র কোথা থেকে এসেছে এবং এর সঙ্গে কোনও বড় অস্ত্র চক্র জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশের এই অভিযানে স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। একই সঙ্গে অবৈধ অস্ত্রের কারবার রুখতে আগামী দিনেও অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়মিত সাফাইয়ের অভাবে যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ জমে থাকায় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

কিছুদিন হলো হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, বিশ্রামাগার এবং প্রাক্তন ভেষজ উদ্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জঞ্জাল উপচে পড়তে দেখা যায়, যেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন সাধারণ মানুষ। যদিও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা নিয়মিত সাফাইয়ের দাবি করেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন, তবে রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ নিয়মিত পরিষ্কার করা হলে এমন স্তূপ জমার কথা নয়। এর আগে কর সংক্রান্ত জটিলতায় পরিষেবা ব্যাহত হলেও বর্তমানে তা মেটার পরেও কেন এই অবস্থা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জনস্বাস্থ্যের এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতেও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ মজুমদার কোনো মন্তব্য করতে রাজি না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

মোবাইল ফোনে নয়, মূর্তি বানাতে ব্যস্ত বছর ছয়ের খুদে

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: বয়স মাত্র ছয়, কিন্তু তার আঙুলের ছোঁয়ায় প্রাণ পায় মাটির তাল। কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি এলাকার প্রথম শ্রেণির ছাত্র শুভ্রাংশু রায় তার অসাধারণ সৃজনশীলতায় অবাক করে দিয়েছে সকলকে। শৈশবের খেলায় যেখানে অধিকাংশ শিশু মগ্ন থাকে ভিডিও গেম বা কার্টুনে, সেখানে শুভ্রাংশুর নেশা হলো ক্লে দিয়ে নতুন শিল্পকর্ম তৈরি করা।

শুভ্রাংশুর সবথেকে সাম্প্রতিক তৈরি একটি সুন্দর জিনিস হলো ক্লে দিয়ে তৈরি মাত্র ৪ ইঞ্চির একটি শিবলিঙ্গ। খুব যত্ন করে তৈরি এই মডেল দেখে বোঝাই যায় সে বড়

হয়ে সময় সুযোগ পেলে এই শিল্পে আরও ভালো করতে পারবে। শুধু ঠাকুর নয়, সে ইতিমধ্যে বিচিত্র সব রংবেরঙের পুতুল এবং ঘর সাজানোর সামগ্রীও তৈরি করেছে। নিজের প্রবল কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঘরে বসেই একের পর এক অভিনব

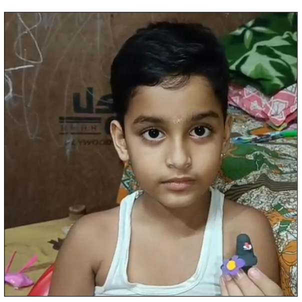

কাজ করে চলেছে এই খুদে শিল্পী।

পড়াশোনার ফাঁকে নিজের এই শখের বিষয়ে শুভ্রাংশু বলে, "নতুন কিছু বানাতে আমার খুব ভালো লাগে। যখন কোনও একটা পুতুল বানাই, তখন খুব মজা হয়।"

শুভ্রাংশুর এই প্রতিভায় পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তার পরিবারের। বাড়ির ছোট সদস্যের এমন বিরল প্রতিভা দেখে গর্বিত তার বাবা-মা। তাঁরা প্রতিনিয়ত তাকে নতুন নতুন উপকরণ দিয়ে উৎসাহিত করেন।

এলাকার অনেকেই এখন শুভ্রাংশুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাড়ার লোকজনের মতে, এত কম বয়সে যেখানে অন্যান্য বাচ্চারা মোবাইলে আসক্ত এই সময় শুভ্রাংশু সময় কাটায় খেলার ক্লে নিয়ে। নিত্য নতুন মডেল তৈরি করে সে। এতে তার কল্পনাশক্তি প্রবল হচ্ছে যা ভবিষ্যতে তাকে অনেক বড় জায়গায় নিয়ে যাবে। নিজের কল্পনা আর হাতের জাদুতে শুভ্রাংশু বুঝিয়ে দিয়েছে যে, প্রতিভার কোনো বয়স হয় না।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি-দাওয়া নিয়ে হাজির ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের পর্যটন ও ব্যবসার প্রসারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠালেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সদস্য সুরজ ঘোষ। মাথাভাঙ্গা থেকে নবনির্বাচিত মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কাছেও এই জেলার শিল্প বিকাশে নতুন দিশা পাওয়ার প্রত্যাশা জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। সুরজ ঘোষের আশা, উত্তরবঙ্গের পড়ে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১০, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৫ মে - ২৮ মে, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

ভাষার আড়ালে রাজার নীতি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ইতিহাসে প্রথমবার পনেরো জন বিধায়কের রাজবংশী ভাষায় শপথ গ্রহণ নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে রাজবংশী সমাজ কেবল একটি বড় অংশই নয়, বরং এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র হিসেবে তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। বিধানসভার বুকে দাঁড়িয়ে সেই ভাষায় শপথ পাঠের প্রতিধ্বনি জাতিসত্তার আবেগকে মান্যতা দিল বলেই মনে করা হচ্ছে। আবার এর নেপথ্যে থাকা সুগভীর রাজনৈতিক অঙ্কটিকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না বললেই চলে।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির ব্যাপক সাফল্য এবং সংরক্ষিত আসনগুলোতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্পষ্ট করে দেয় যে, রাজবংশী ভোটব্যাংক এখন নির্দিষ্ট একটি মেরুর দিকে ঝুঁকে। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি ছিল তারই একটি প্রতীকী উদযাপন মাত্র। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আশ্বাস এবং বিধায়কদের এই উদ্যোগকে আপাতদৃষ্টিতে 'ঐতিহাসিক' মনে হলেও, এর স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

প্রথমত, ভাষার অধিকার কেবল শপথ গ্রহণের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকলে তা আদতে রাজনৈতিক গিমিক ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে পড়ে। রাজ্য সরকার প্রস্তাব পাঠালেও শেষ পর্যন্ত দিল্লির সদিচ্ছার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। অতীতেও কামতাপুরী বা রাজবংশী ভাষার অ্যাকাডেমি বা পর্ষদ গঠিত হয়েছে, কিন্তু প্রশাসনিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে সেই ভাষার প্রয়োগ কতটা হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উত্তরবঙ্গের জনমানসে রাজবংশী ও কামতাপুরী পরিচয়ের যে সূক্ষ্ম বিভাজন রয়েছে, তাকে ছাপিয়ে বিজেপি যেভাবে 'রাজবংশী' পরিচিতিকে সংহত করার চেষ্টা করছে, তা দীর্ঘমেয়াদে অঞ্চলের সামাজিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। কেবল আবেগকে হাতিয়ার না করে এই ভাষার প্রচার, প্রসার এবং কর্মসংস্থানে এর উপযোগিতা নিশ্চিত করাই হবে প্রকৃত সাফল্য। এই শপথ গ্রহণ যেন কেবল উত্তরবঙ্গ জয়ের 'ট্রফি' হয়ে না থাকে; বরং রাজবংশী সমাজের দীর্ঘ বঞ্চনার অবসানে এক আন্তরিক প্রশাসনিক সদিচ্ছার শুরু হয়, সেটাই কাম্য।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক,
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

ভিক্টর ব্যানার্জী, রুপোলি পর্দার 'ড. আজিজ' থেকে রাজনীতির ময়দানের এক অকুতোভয় সেনানী

ভাস্কর চক্রবর্তী,
অধ্যাপক ও গবেষক।
শিলিগুড়ি

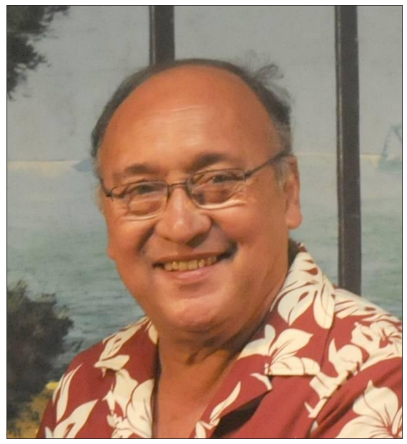

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ এবং বিনোদনের জগৎ, এই দুই বিপরীতমুখী মেরুকে যদি এক বিন্দুতে মেলাতে হয়, তবে যে নামটি অবধারিতভাবে উঠে আসবে, তিনি ভিক্টর ব্যানার্জী। তিনি কেবল একজন প্রখ্যাত অভিনেতা নন, তিনি একাধারে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। ভিক্টর ব্যানার্জীর কর্মজীবন যেমন অসামান্য বৈচিত্র্যে ভরা, তাঁর রাজনৈতিক যাত্রাও তেমনই সাহসের এক অনন্য আখ্যান।

১৯৪৬ সালের ১৫ অক্টোবর কলকাতার এক ঐতিহ্যবাহী বাঙালি হিন্দু জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বিশ্বমঞ্চে 'ভিক্টর ব্যানার্জী' নামে পরিচিত। উত্তরপাড়ার রাজা এবং চাঁচলের (মালদা) রাজা বাহাদুরের রক্ত বহনকারী এই মানুষটির জীবনশৈলীতে প্রথম থেকেই ছিল এক ধরনের আভিজাত্য ও গভীরতা। শিলংয়ের শিক্ষায়তনিক পরিমণ্ডলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা থেকে স্নাতক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। তবে সেখানেই থামেননি। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে বৃত্তি নিয়ে বিদেশে গীতিনাট্যের জগতে প্রবেশ করেন, যা তাঁর শিল্পী সত্তাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়।

বিশ্বমঞ্চে ভিক্টর ব্যানার্জীর অভিনয়ের পরিধি কেবল ভারতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রোমান পোলানস্কি, জেমস আইভরি, স্যার ডেভিড লিন, জেরি লন্ডন, রোনাল্ড নিয়েম-এর মতো বিশ্ববরেণ্য পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। পাশাপাশি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল এবং রাম গোপাল বর্মার মতো কিংবদন্তি পরিচালকদের ছবিতে তাঁর অভিনয় আজও অনবদ্য।

১৯৮৪ সালে ডেভিড লিনের কালজয়ী ছবি 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া'-য় ড. আজিজ আহমেদের চরিত্রে তাঁর অভিনয় বিশ্বজুড়ে পশ্চিমাদের বিস্মিত করেছিল। এই চরিত্রের জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অব টেলিভিশন এবং ফিল্ম আর্টস (বাফটা) পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। ২০২২ সালে ভারত সরকার তাঁকে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'পদ্মভূষণ'-এ ভূষিত করে। এছাড়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে সত্যজিৎ রায়ের নামাঙ্কিত জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত করেছে।

১৯৯১-এর সেই রাজনৈতিক বিপ্লব, সাহসের এক অমর উদাহরণ ভিক্টর ব্যানার্জী। তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হলো তাঁর রাজনৈতিক সাহসিকতা। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে যখন সিপিএমের একচ্ছত্র আধিপত্য ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের রাজত্ব, যখন সারা ভারতে বিজেপি কার্যত 'অস্পৃশ্য' এবং বাংলায় তো নাম নেওয়ার মতো কেউ ছিল না, ঠিক সেই প্রতিকূল সময়ে নিজের সুনিশ্চিত কেরিয়ারের ঝুঁকি নিয়ে ভিক্টর ব্যানার্জী বিজেপির হয়ে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান।

তৎকালীন সময়ে বামপন্থীদের সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ ও রাজনৈতিক শাসানি উপেক্ষা করে গেরুয়া পতাকা হাতে নিয়ে কলকাতার রাজপথে তাঁর স্বগৌরবে হেঁটে চলার দৃশ্য আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। কমিউনিস্টদের সেই দাপটের যুগে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী হয়েও তিনি যেভাবে দলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তা ছিল এক অসম লড়াই। সেই নির্বাচনে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরাজয় ছিল অত্যন্ত গৌরবের। কারণ, সেই সময়ে বাংলায় প্রকাশ্যে বিজেপিকে সমর্থন করার মতো সাহস আর কেউ দেখাতে পারেননি।

আদর্শের প্রতি অবিচল আনুগত্য, ভিক্টর ব্যানার্জীর সেই নির্বাচনী লড়াই ছিল কেবল ক্ষমতার জন্য নয়, ছিল আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা।

পরবর্তী সময়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গেলেও, কখনোই অন্য কোনও রাজনৈতিক শিবিরে নাম লেখাননি। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বিজেপির প্রতি তাঁর আনুগত্য বজায় রেখেছেন। যখন বিজেপি বাংলায় ছিল প্রান্তিক শক্তি, তখন তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি বাজি রেখে যে পথে হেঁটেছিলেন, তা আজও দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছে অনুপ্রেরণার এক আকর।

তিনি প্রমাণ করেছেন, সিনেমার গ্ল্যামার জগৎ থেকে রাজনীতির কঠিন ময়দানে এসেও একজন মানুষ কীভাবে আদর্শের প্রতি অবিচল থাকতে পারেন। তিনি কোনও দলের পদ বা ক্ষমতার কাঙাল ছিলেন না, ছিলেন আদর্শের অনুসারী। বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আজ আমূল পরিবর্তন এসেছে। ১৯৯১ সালে তিনি যে বীজ বপন করেছিলেন, আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভিক্টর ব্যানার্জী আজ এক প্রতিষ্ঠান। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠত্বকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিয়েছেন, আবার রাজনীতির কঠিন সময়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে সাহসের এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। জীবনসঙ্গী মায়া ভাতে বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুই কন্যা কেয়া ও দিয়াকে নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জগত যেমন শান্ত, তাঁর কর্মময় জীবন তেমনই বর্ণাঢ্য। আজ যখন বাংলার রাজনীতিতে নতুন দিনের হাওয়া বইছে, তখন সেই দুঃসময়ের অকুতোভয় সেনানীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা প্রতিটি বাঙালি ও প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব।

একনজরে বর্ণময় চলচ্চিত্রপঞ্জি -

১৯৭০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভিক্টর ব্যানার্জীর ঝুলিতে রয়েছে অসংখ্য কালজয়ী কাজ: সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়: 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' (১৯৭৭), 'পিকু' (১৯৮১), 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৪)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র: 'মহা পৃথিবী' (১৯৯২), 'লাঠি' (১৯৯৬), 'ভূত' (২০০৩), 'My Brother... Nikhil' (২০০৫), 'Sarkar Raj' (২০০৮), 'Tahaan' (২০০৮), 'গুণ্ডে' (২০১৪) সহ বহু ইংরেজি, হিন্দি ও অসমীয়া চলচ্চিত্র।

কোচবিহারে ব্রাত্যসেনা নাট্য সমারোহ ২০২৬

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: গত বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও কোচবিহারে দুই দিনের নাট্যোৎসবের আয়োজন করতে চলেছে কোচবিহারের অন্যতম নাট্যদল ‘ব্রাত্যসেনা’। আগামী ১৬ ও ১৭ মে, শনি ও রবিবার, কোচবিহার রবীন্দ্রভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে “ব্রাত্যসেনা নাট্য সমারোহ ২০২৬”।

প্রতিবারের মতো এবছরও বিভিন্ন স্বাদের ও ভিন্ন ভাবনার নাটক নিয়ে সাজানো হয়েছে উৎসবের কর্মসূচি। আয়োজকদের আশা, গতবারের মতো এবছরও নাট্যপ্রেমী দর্শকদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠবে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণ।

উৎসবের প্রথম দিনে মঞ্চস্থ হবে কলকাতার খ্যাতনামা নাট্যদল ‘শুদ্রক’-এর নতুন প্রযোজনা “মরচে পড়া আলো”। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় রয়েছেন দেবাশীষ মজুমদার। সমকালীন ভাবনা ও সমাজের বাস্তব ছবি নিয়ে বানানো এই নাটক ইতিমধ্যেই অনেকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

প্রথম দিনের দ্বিতীয় নাটক বহরমপুর প্রান্তিক নাট্যদলের “স্ত্রীর পত্র”, নাট্যকার তমোজিৎ রায় এবং নির্দেশনায় রয়েছেন প্রিয়ঙ্কু দাস। এই নাটকে অভিনয় করবেন ছোট পর্দার পরিচিত মুখ দোলন ভট্টাচার্য্য। নাটকটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করেছে।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের সূচনা হবে ব্রাত্যসেনার নিজস্ব প্রযোজনা অনুনাটক “পুশব্যাক” দিয়ে। নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা করেছেন তমোজিৎ রায়। সমকালীন সামাজিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে তৈরি এই প্রযোজনা দর্শকদের নতুন ভাবনার খোরাক দেবে বলেই মনে করছেন নাট্যপ্রেমীরা।

এরপর মঞ্চস্থ হবে জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর নাটক “অংশত মহাভারত”। নাটকটির রচনা তমোজিৎ রায়ের এবং নির্দেশনায় রয়েছেন লুনা সাহা। ভিন্নধর্মী উপস্থাপনা ও অভিনয়ের জন্য নাটকটি ইতিমধ্যেই দর্শকমহলে সমাদৃত হয়েছে।

উৎসবের সমাপ্তি হবে আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রী নাট্যদলের প্রযোজনা “জিয়োল মাটি” দিয়ে। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় রয়েছেন তিমির বরণ রায়।

আয়োজকদের দাবি, কোনও সরকারি অনুদান ছাড়াই শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও নাট্যপ্রেমীদের ভালোবাসাকে সম্বল করেই এই নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। সংস্কৃতিমনস্ক মানুষদের পাশে পেয়েই আগামী দিনেও এই উদ্যোগ আরও বড় আকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁরা।

উত্তরবঙ্গ রবীন্দ্র পরিষদের বিশেষ আয়োজন

কোচবিহার: সম্প্রতি কোচবিহার সাহিত্য সভায় উত্তরবঙ্গ রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর পরিষদের সদস্যদের সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সাংস্কৃতিক আয়োজনে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া ছিল স্পষ্ট। ‘বর্ণনা’ নাট্যদল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্প ‘পোস্টমাস্টার’-এর শ্রুতিরূপ উপস্থাপন করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়। ঝুমা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বর্ষার গানের পাশাপাশি রাগ-রাগিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেলবন্ধন নিয়ে পরিবেশিত হয় বিশেষ আলেখ্য ‘রাগের আলোয় রবি’। এতে অংশগ্রহণ করেন শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ মজুমদার ও প্রজ্ঞামিতা গোস্বামী।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের পরিবেশনা অনুষ্ঠানটিকে আরও সমৃদ্ধ করে। শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান, চন্দ্রাবলী ভট্টাচার্যের বাঁশি এবং বেদশ্রুতি গোস্বামীর কবিতা পাঠ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। ‘প্রজন্মের রবীন্দ্রনাথ’ নিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন চিরদীপা বিশ্বাস। এছাড়া সংহিতা সরকার ও সোমা পালিতের পরিচালনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল ‘প্রেম-পূজায় রবি’ শীর্ষক বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান। সেখানে গান শোনান ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় তরফদার এবং মালবিকা মজুমদার। যন্ত্রসংগীতে সঙ্গত করেন শিবাশিষ সরকার, অভিষেক দাস ও অঙ্কিত রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সঞ্চালনা করেন সৌমি চক্রবর্তী।

সংস্থার সভাপতি শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পরিচালনা ও পরিকল্পনায় এই রবীন্দ্র-ভাবনার আসরটি এক নান্দনিক রূপ নেয়।

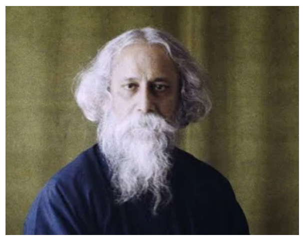

‘বন্ধু হে আমার’

কোচবিহার: রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে সম্প্রতি ‘সুরতরঙ্গ মিউজিক অ্যাকাডেমি’ আয়োজন করে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার, যার নাম দেওয়া হয় ‘বন্ধু হে আমার’। ২৫-এ বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-স্মরণ ও গুণীজনদের সমাগমে এক অনুপম পরিবেশ তৈরি হয়। প্রশিক্ষকদের যোগ্য পরিচালনায় এদিনের অনুষ্ঠানটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও দর্শকদের সুরের বন্ধনে বেঁধে রাখে। রুমা চক্রবর্তীর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত এবং আলিপুরদুয়ার থেকে আসা আমন্ত্রিত গিটার ও কণ্ঠশিল্পীদের পরিবেশনা ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। নতুন প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

এছাড়া, কোচবিহার তল্লিতলা ক্লাবের তরফে রবিঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে ১৫, ১৬, ১৭ মে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

কবিতা

বিশ্বমাতা সারদা

মনিমালা রুদ্র ভট্টাচার্য্য

ওগো জগৎ মাতা
বলবো কী আর তোমার কথা-
তুমি সর্বজনের কল্যাণকামী।

গরীব ধনী সকল জনে
মাতা রূপে তোমায় মানে,
তুমি সর্বজনের অন্তরর্যামী।

কত অসহায় পেয়েছে ঠাঁই
তোমার কথা বলে তারাই
তুমি মমতাময়ী মা।

খাওয়ারে পোষাকে অতি সাধারণ
এমন ছিলো জীবন যাপন,
অন্তরে অসীম করুণা।
সারা জীবন সেবা দিয়ে
বিশ্ববাসীর হৃদয় জুড়ে
রয়েছো তুমি মাগো।

তোমার বাণী ঘরে ঘরে
সকল প্রাণে উঠুক ভরে
মাগো, আবার তুমি জাগো!

মন্দ-বাসা

সংকলিতা সান্যাল

দেখা হবে অন্য কোনো শীতে
কুয়াশা-আঁচল স্পর্শ পাবে ঠোঁট,
উষ্ণতাকে নিংড়ে নেবার পরে
তুষারপাতে লুকিয়ে রাখি চোট।

ঘর যে তোমার তেমনি রয়ে গেলো
আসা-যাওয়ায় নিত্যনতুন কায়া,
নষ্ট নীড়ে ভ্রষ্ট জেনো সবাই
ভুলিয়ে দেবে কায়াহীনের মায়া।

জ্যোৎস্না মেখে দাঁড়িয়ে থাকে রাত
শুধু তোমার কেন অন্ধকারে বাড়ি?
ভয় নেই তোর? ছন্নছাড়া মেয়ে,
মন্দ-বাসায় এমনিই দিস পাড়ি।

হতাশ ফাগুন

কাকলি পড়ুয়া

কোকিলের কাছে পেয়েছি খবর
বসন্ত এসেছে কাননে
এখনও পলাশ বিমর্ষ
নিঃশব্দ পর্ণমোচনে।

শীতের আঘাতে ব্যথিত বসন্ত
বিলম্বিত লয়ে আগমন
ঋতুরাজের কর্মশালায়
দুর্বৃত্তের অনুশাসন।

বৃক্ষ নিধনে সবুজের হাহাকার
দীর্ঘশ্বাসে বাষ্পমোচন
অট্টালিকার অট্টহাসিতে
রুদ্ধশ্বাসে মৃত্যুবরণ।

তবুও বসন্ত অনুরাগে রাঙা
মাতবে হোলি খেলায়
হতাশ ফাগুন ব্যর্থ প্রেমে
শীতের চাদর গায়।

ফুলকপি

অনীশ দাম

“দ্যাখেন দিদি। একটা ফুলকপি পাইছি। দোকানদার কম দামে দিয়ে দিল, একটু পচে গেসে ঠিকই কিন্তু তাও চইলে যাবে। আসলে মেয়েডা খুব ভালোবাসে তো খাইতে। কিন্তু গরীব মানুষ, ওই রেশনের আলু আর মোটা চাল ছাড়া তো কিছু খাওয়াইতে পারি না ওরে। আজকে নিঘ্ঘাত খুশি হবে।” কথাটা বলতে বলতে চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল রাজুর। হাতে রাখা ময়লা পড়ে কালচে হয়ে যাওয়া একটা বাজারের ব্যাগ বের করে সে মেলে ধরল অনামিকার সামনে।

অনামিকা একবার আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে একটা গলা চড়িয়ে বলল, “ঠিক আছে, কিন্তু এসব নোংরা ব্যাগ একদম ঘরে আনবি না। যা বাইরে রেখে আয়। আর তোকে না বলেছিলাম যে দোতলার জানলার পাশে দেয়ালের গায়ে যে আগাছাগুলো জন্মেছে সেগুলো পরিষ্কার করতে। সেগুলোর কি হল?”

রাজু একটু কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, “কিন্তু দিদি কোথাও তো মই পাইলাম না। কি করি এখন বলেন?”

অনামিকা আবার চেঁচিয়ে উঠল, “তোর কি সামান্য আক্কেলজ্ঞান নেই নাকি? মই নেই তো কি হয়েছে ড্রেনপাইপ বিয়ে উঠে কার্নিশটার উপর দাঁড়িয়ে পরিষ্কার কর না। এর জন্যে আবার মই লাগে নাকি? আশ্চর্য!”

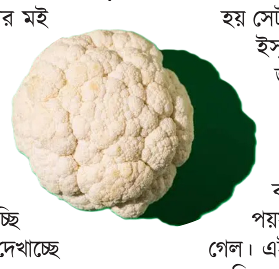

“না, আসলে দিদি, কিছুদিন ধইরে যা বৃষ্টি হইল। কার্নিশে তো অনেক শ্যাওলা জমসে।”

“তাতে হয়েছেটা কি শুনি! একটু দেখে শুনে পা ফেললেই তো হয়। সেই কবে থেকে বলে যাচ্ছি দেয়ালটা পরিষ্কার কর। কি নোংরা দেখাচ্ছে ছিঃ!”

“কিন্তু দিদি..” শেষ চেষ্টা করে রাজু।

“দ্যাখ রাজু, যদি আজকের মধ্যে কাজটা না হয় তাহলে এই মাসের মাইনে তো পাবিই না বরং কাজ থেকেও তোকে ছাড়িয়ে নতুন লোক রাখব।”

অগত্যা রাজুকে যেতেই হল। বাজারের ব্যাগটা নীচে নামিয়ে রেখে অত্যন্ত সন্তর্পনে ড্রেন পাইপ বেয়ে কার্নিশটার উপর উঠল সে।

অনামিকা মোবাইল বের করে রিল স্ক্রল করতে করতে মনে মনে হাসতে লাগল। এইসব কাজের লোকেদের থেকে কিভাবে কাজ আদায় করে নিতে হয় সেটা তার খুব ভালো করেই জানা আছে। ইস্, অতগুলো আগাছা দেয়ালের গায়ে জন্মানোয় কি বাজেই না লাগছিল বাড়িটা! ওগুলো পরিষ্কার করার জন্য বাইরে থেকে লোক আনলেই কম করে হলেও চারশো টাকা চেয়ে বসতো। আর সেখানে কিনা কোনো পয়সা ছাড়াই রাজুকে দিয়ে কাজটা মিটে গেল। এই কথাটা সুমিতের কাছে চেপে যেতে হবে। সুমিতের কাছে বরং বলবে পাঁচশো টাকা দিয়ে লোক ডেকেই কাজটা সে করিয়েছে। আর সেই টাকাটা সুমিতের থেকে নিয়ে সেটা দিয়ে কে.এফ.সি. থেকে একটা বড় বাকেট তো আনাই যাবে।

“আ - আ - আ - আ...”

একটা প্রকান্ড আর্তনাদ আর ধড়াম করে কিছু একটা পড়ার এবং সজোরে কিছু একটা ভাঙার শব্দে ভাবনায় ছেদ পড়ল অনামিকার। শব্দটা এসেছে বাইরে থেকে। কিছু লোকজনের কোলাহলও ভেসে এল সাথে।

বাইরে এসে অনামিকা দেখল তার সাধের পারগোলা গার্ডেনটা ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। আর তার উপর পড়ে আছে তার পরিচিত একটা লোক। একটা কাঠ পুরো মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে ঘিলু টিলু বেরিয়ে গেছে, চোখদুটো আধবোজা। রাগে অনামিকার মাথাটা দপ করে উঠল। একটা কাজও ঠিক করে করতে পারল না! মরলি তো মরলি, সাথে আমার সাধের পারগোলা গার্ডেনটা শেষ করে দিলি! বিরক্তমুখে সে আবার ঘরের দিকে চলে গেল। ততক্ষণে লোকেদের ভিড় জমে গেছে বাগানে। উৎসাহী জনতার কেউ পাঁচিল টপকে, কেউ গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। তাদের পায়ের চাপে কখন যে একটা নোংরা বাজারের ব্যাগ আর তার মধ্যে থাকা একটা নিতান্তই পচে যাওয়া ছোট্ট ফুলকপি থেঁতলে গেছে তা তারা জানতেও পারল না।

পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্ভোগ

ফেরার টিকিট নেই, স্টেশনে উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: ভোট দিতে বাড়ি ফিরে এখন কর্মস্থলে ফিরতে গিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেনের টিকিট না মেলায় আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে ১১ মে, সোমবার রাতে রণক্ষেত্রের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ভোটের আগে রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রায় ৩০টি স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছিল, ফলে শ্রমিকদের বাড়ি ফিরতে সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন সেই স্পেশাল ট্রেনগুলো বন্ধ থাকায় এবং নিয়মিত ট্রেনগুলোতে টিকিট না মেলায় তৈরি হয়েছে সংকট। সোমবার রাতের 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস'-এর ধারণক্ষমতা ১,৮০০ হলেও স্টেশনে ভিড় করেছিলেন প্রায় ৮,০০০ যাত্রী। পরিস্থিতি সামাল দিতে আরপিএফ-কে হিমশিম খেতে হয় এবং কয়েক হাজার শ্রমিক ট্রেনে উঠতে না পেরে ফিরে যান।

পরিযায়ী শ্রমিকদের বক্তব্য, সংরক্ষিত তো দূরস্থান, সাধারণ টিকিট কাটতেও বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। অনেকেই এক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করেও বেঙ্গালুরু যাওয়ার টিকিট পাননি। তাঁদের দাবি, এই ভিড় সামাল দিতে এবং কাজে ফেরার সুবিধার্থে রেলের দ্রুত স্পেশাল ট্রেন চালানো উচিত।

রেল সূত্রের খবর, ভোটের ফলাফল ও মন্ত্রিসভা গঠন দেখে এক সঙ্গে প্রচুর মানুষ ফিরতে চাওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটি ট্রেন চলায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাজোল গোরুহাটে প্রশাসনের কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

গাজোল: মালদা জেলার উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ গাজোল গোরুহাটে প্রশাসনের মৌখিক নিষেধাজ্ঞার জেরে গবাদিপশু কেনাবেচায় ধস নেমেছে।

সরকারিভাবে কোনো লিখিত নির্দেশিকা না এলেও, ১০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে 'লাইভ স্টক' পারমিট ছাড়া গোরু পরিবহণে কড়াকড়ি শুরু হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই কড়াকড়ির ফলে প্রশাসনের ধরপাকড়ের আশঙ্কায় বাইরের জেলা থেকে কোনো পিক-আপ ভ্যান বা ভুটভুটি হাটে আসেনি, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ব্যবসায়। হাটের কর্মচারীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যেখানে সাধারণত ১০০ থেকে ১৫০টি গোরু কেনাবেচা হয়, সেখানে এদিন সেই সংখ্যা কমে মাত্র ৫০-এ দাঁড়িয়েছে। বর্ধমানের জমিদার দুর্লভ রাম নন্দী চৌধুরী এস্টেটের অধীনে থাকা এই ঐতিহ্যবাহী হাটে গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কয়েকশ ক্রেতা ও বিক্রেতা চরম বিপাকে পড়েছেন এবং এক ধাক্কায় ব্যবসা অর্ধেকে নেমে আসায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

সেতুর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি এলাকায় গিরিয়া নদীর ওপর থমকে থাকা সেতুর কাজ অবশেষে শুরু হতে চলেছে। ১২ মে, মঙ্গলবার থেকে সেখানে হিউমপাইপ বসিয়ে ডাইভারশন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, যা দীর্ঘ এক মাস ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান দাবি ছিল। এই ঘটনার পেছনে এলাকার মানুষ এবং স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নতুন সরকারের তৎপরতাকে বড় কারণ হিসেবে দেখছেন।

পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মন জানান, গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা জানিয়ে গত ৩০ এপ্রিল জেলা প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হলেও এতদিন কোনো কাজ হয়নি, তবে সরকার বদলের পর দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যদিও বিডিও অরিজিৎ দাস জানিয়েছেন, বাসিন্দাদের দাবিপত্র জেলা প্রশাসনে পাঠানোর পর এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে দ্রুত এই কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডাইভারশন শেষ হলেই মূল সেতুর কাজ শুরু হবে। স্থানীয়দের মতে, প্রশাসনিক এই তৎপরতা এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করবে।

কুশমণ্ডির বুড়িমার থানে মুখোশ নাচের লোকগাথা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কুশমণ্ডি: উত্তর দিনাজপুরের কুশমণ্ডি ব্লকের এক শান্ত গ্রাম। জ্যৈষ্ঠের তপ্ত দুপুরে যখন বুড়িপুজোর ঢাক বেজে ওঠে, তখন চারপাশের প্রকৃতিও যেন এক প্রাচীন আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এখানে দেবী চণ্ডী পূজিত হন 'বুড়িমা' রূপে। কোনও জাঁকজমক নেই, নেই কোনও দামি উপকরণের আড়ম্বর; সেবাইত খেটকু দেবশর্মার কথায়, "ভক্তিভরে মাথা নোয়ালেই মা ভক্তের মনের কথা শোনেন।"

তবে পুজোর একটি অবিচ্ছেদ্য রীতি হলো 'মুখোশ নাচ'। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, বুড়িমার থানে এই নাচ না হলে পুজো পূর্ণতা পায় না। মঙ্গলবার, ১২ মে মেলা উপলক্ষে গ্রামের ধুলোমাখা প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিলেন অগুনতি মানুষ। সন্ধ্যা নামতেই শুরু হলো বহু প্রাচীন সেই ঐতিহ্যের উদযাপন।

ইসনাইল চাকলাডাঙ্গি গ্রাম থেকে আসা শিল্পী প্রসেনজিৎ সরকার ও তাঁর দলের সদস্যরা যখন কাঠের তৈরি বড় বড় মুখোশ পরে আসরে নামলেন, তখন এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে শিল্পীদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন পূর্বপুরুষদের সেই আদিম রীতিকে জীবন্ত করে তুলছিল। গ্রাম্য মেলার আলো-আঁধারিতে সেই মুখোশগুলোর অভিব্যক্তি কখনও উগ্র, কখনও বা প্রশান্ত। বংশপরম্পরায় চলে আসা এই নাচ শুধু বিনোদন নয়, বরং ভক্তি আর লোকসংস্কৃতির এক মিলনসেতু, যা আজও কুশমণ্ডির মাটিকে আগলে রেখেছে। মেলা শেষে ঘরে ফেরা মানুষগুলোর চোখেমুখে তখন এক তৃপ্তির ছাপ বুড়িমার আশীর্বাদ আর ঐতিহ্যবাহী নাচের স্মৃতি নিয়ে আরও একটি বছর পথচলার অপেক্ষা।

জামাই বিদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিমলাবাড়ি: আলিপুরদুয়ারের শিমলাবাড়ির অতি পরিচিত সেই 'ঘরজামাই' অবশেষে বিদায় নিল। গত পাঁচ বছর ধরে চিলাপাতা জঙ্গল সংলগ্ন এই গ্রামে অবাধ বিচরণ ছিল এই একশৃঙ্গ গন্ডারটির। বন্যপ্রাণী হলেও তাকে আপন করে নিয়েছিলেন গ্রামবাসী; ভালোবেসে নাম দিয়েছিলেন 'ঘরজামাই' বা 'বুড়ো গন্ডার'। তার রাজকীয় চলাফেরা আর মাঝেমধ্যে ফসলের 'খুনশুটি' ছিল গ্রামের নিত্যদিনের চিত্র। ১১ মে, সোমবার বন দপ্তরের কনভয় যখন তাকে নিয়ে গ্রাম ছাড়ছিল, তখন আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। কেউ প্রিয় সদস্যকে হারিয়ে চোখের জল ফেললেন, আবার কেউ গন্ডারটির গুঁতোয় জখম হওয়ার ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মানুষ ও বন্যপ্রাণের এই অনন্য সহাবস্থান শিমলাবাড়ির ইতিহাসে এক বিরল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য ও অপশব্দ প্রয়োগ করায় ১৩মে বুধবার দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মাজিনুর রহমান ও আলি হুসেন নামে দুই যুবক ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিওটিতে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে দিনহাটা থানার পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে।

অভিযুক্তরা সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করতেন এবং নিজেদের ফেসবুক পেজে নিয়মিত সেই ভিডিও পোস্ট করতেন। পুলিশ ওই ভিডিওর বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রশাসনের কড়া নির্দেশ - সামাজিক মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর ভাষা, গালিগালাজ বা উস্কানিমূলক পোস্ট বরদাস্ত করা হবে না। এছাড়াও, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানতে পারে এমন কোনও পোস্ট নজরে এলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সকলকে সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

হাতির তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাদারিহাট: মাদারিহাটের মধ্য খয়েরবাড়িতে ১১ মে, সোমবার মাঝরাতে একজোড়া হাতির তাণ্ডবে এক দম্পতির একমাত্র ঘরটি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। রাত পৌনে ১টা নাগাদ একটি দাঁতাল ও একটি মাকনা হাতি এলাকায় হানা দেয় এবং মহম্মদ শুরু ও জরিনা খাতুনের ঘরের বেড়া ও খুঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। ঘরের খুঁটিটি দম্পতির বাইকের তেলের ট্যাংকের ওপর পড়লে পেট্রোল ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই গন্ধে হাতি দুটি সরে যায়। ফলে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তাঁরা। বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

গঙ্গার ভাঙন রোধে তৎপর মালদার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন

মানিকচক: মালদা জেলার দীর্ঘদিনের অভিশাপ নদীভাঙন রোধে এবার কোমর বেঁধে নামছে নবগঠিত রাজ্য সরকার। বর্ষা আসার আগেই শুখা মরশুমে স্থায়ী ও অস্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে আগামীতে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা এক বিশেষ বৈঠকে বসতে চলেছেন। এই বৈঠকের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের কাছে এলাকার বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তারিত লিখিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

মানিকচকের বিধায়ক বর্তমানে কলকাতায় থাকলেও, মঙ্গলবার তাঁর নির্দেশে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ভুতনি, মানিকচক ঘাট এবং গোপালপুরের মতো চরম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে থাকা বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সুভাষ যাদব জানান, বিগত সরকারের আমলে বর্ষার সময় কাজ করে অর্থ অপচয়ের যে ধারা ছিল, বর্তমান সরকার তা বদলে বর্ষার আগেই কাজ শেষ করতে চায়। গত বছরের ভাঙনে সর্বস্ব হারানো কালুটোনটোলার বীরবল মাহাতোদের মতো দুর্গতদের দাবি, শুধু বালির বস্তা ফেলে নয়, এখনই যেন বিজ্ঞানসম্মত স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ফোনে জানিয়েছেন, কিছুদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মানিকচকের ভাঙন নিয়েই মূল আলোচনা হবে। গত বছর যেসব বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে দ্রুত অস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে ভুতনির কালুটোনটোলা ও রতনপুরের মতো বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যাওয়ায় প্রশাসনের এই তৎপরতাকে শেষ সুযোগ হিসেবে দেখছেন ভিটেমাটি হারা মানুষজন।

প্রয়াত টুটু বসু

অভিভাবকহীন মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: প্রয়াত বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক স্বপনসাধন বসু। গত ১২মে মঙ্গলবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সোমবার সন্ধ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না!

ক্রীড়ামহলে টুটু বসু নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি মোহনবাগানের সচিব ছিলেন, পরে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০-২২ এবং ২০২২-২৫ দুই দফায় ফের তিনি সভাপতি হন।

তাঁর নেতৃত্বে মোহনবাগান ক্লাব একাধিক ইতিহাস তৈরি করে। শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কারকে ক্লাবের মালিকানা হস্তান্তরের পর, মোহনবাগানের আগে যুক্ত হয় 'এটিকে'। এমনকি ক্লাবে বিদেশি খেলোয়াড়ও নিযুক্ত হয়েছিল টুটু বসুর হাত ধরেই।

ফুটবল প্রশাসকের পাশাপাশি রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ, ব্যবসায়ী ও সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন টুটু। অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন ক্লাবের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে পারেননি। তবে মোহনবাগান ছিল তাঁর অন্তপ্রাণ। মোহনবাগান দিবসে কৃতী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য চালু করেছিলেন 'মোহনবাগান রত্ন' সম্মান। গত বছর ক্লাবের তরফে নিজেও এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি। ক্লাবের সেই একনিষ্ঠ কর্তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মোহনবাগান।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের পৌষ মাস

বিশেষ প্রতিবেদন

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক টেস্ট জয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সমীকরণ ওলটপালট করে দিল। নাজমুল হোসেন শান্তদের এই জয় শুধু বাংলাদেশের ক্রিকেটেই নতুন দিগন্ত খুলে দেয়নি, বরং পরোক্ষভাবে বড়সড় সুবিধা করে দিল ভারতীয় দলের। শুভমন গিলদের ভারত এখন পয়েন্ট তালিকায় এক ধাপ এগিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম টেস্টের আগে পাকিস্তান ছিল তালিকার পাঁচ নম্বরে। কিন্তু ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে তারা সোজা সাত নম্বরে নেমে গিয়েছে। শান মাসুদদের বর্তমান পয়েন্ট শতাংশ ৩৩.৩৩। অন্যদিকে, আট নম্বর থেকে একলাফে ছয় নম্বরে উঠে এসেছে টিম বাংলাদেশ (৪৪.৪৪ শতাংশ)।

ভারতীয় দল বর্তমানে ৪৮.১৫ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে রয়েছে পঞ্চম স্থানে। যদিও শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়া (৮৭.৫০%) এবং নিউজিল্যান্ডের (৭৭.৭৮%) থেকে ভারত বেশ কিছুটা পিছিয়ে, তবুও পাকিস্তানের পতন শুভমনদের ফাইনালের দৌড়ে লড়াইয়ে টিকিয়ে রাখল।

বাংলাদেশের এই জয়ের ধাক্কা এসে লেগেছে ইংল্যান্ড শিবিরেও। বেন স্টোকসের দল এখন তালিকার অষ্টম স্থানে নেমে গিয়েছে। ১০টি টেস্ট খেলে তাদের পয়েন্ট শতাংশ মাত্র ৩১.৬৭। নবম স্থানে সবার নিচে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি জয়ের জন্য ১২ পয়েন্ট বরাদ্দ থাকলেও চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয় 'পয়েন্ট শতাংশ'-এর ভিত্তিতে। পাকিস্তান হারায় তাদের শতাংশ কমেছে, যার সরাসরি সুফল পেয়েছে ভারত।

রাওয়ালপিন্ডিতে এই পরাজয় পাকিস্তানের জন্য চরম লজ্জার। একদিকে শাহিন আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ, অন্যদিকে বাংলাদেশের কাছে ঘরের মাঠে হার—সব মিলিয়ে কোণঠাসা পাক ক্রিকেট। ৩৬ বছর বয়সেও আইপিএলে ভুবনেশ্বর কুমারের সাফল্য যখন আলোচনার তুঙ্গে, ঠিক তখনই লাল বলের ক্রিকেটে বাংলাদেশের এই দাপট বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন আলোচনার জন্ম দিল।

এক নজরে পয়েন্ট টেবিলের প্রথম পাঁচ:

১. অস্ট্রেলিয়া: ৮৭.৫০%
২. নিউজিল্যান্ড: ৭৭.৭৮%
৩. দক্ষিণ আফ্রিকা: ৭৫%
৪. শ্রীলঙ্কা: ৬৬.৬৭%
৫. ভারত: ৪৮.১৫%

বেঙ্গল লিগে শিলিগুড়ির হয়ে খেলবেন সামি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হবে উনিশতম আইপিএল। আইপিএল শেষ হতেই জুনের প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে চলেছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ। সম্প্রতি কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে এই লিগের নিলামের আসর বসেছিল।

নিলামে মহম্মদ সামিকে ৫.২০ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছে সার্ভোটেল শিলিগুড়ি। সামি ছাড়াও শিলিগুড়ি দলে রয়েছেন ঈশান পোড়েল, করণ লালের মতো বাংলা ক্রিকেটের পরিচিত মুখেরা। নিলামে সর্বাধিক দর পেয়েছেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ।

১২.২০ লক্ষ টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছে শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স। মহিলাদের নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম পেয়েছেন মিতা পাল। লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্সের হয়ে খেলবেন তিনি। তিনবারের এই লিগ ঘিরে ক্রীড়া প্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে।

ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন ইংরেজি বিভাগ

শিলিগুড়ি: ১৩ মে, বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদ আয়োজিত স্নাতকোত্তর স্তরের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টনে দাপট দেখাল ইংরেজি বিভাগ। পুরুষদের ডাবলস ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ইংরেজি বিভাগের কৃশ দে ও অভয় ঠাকুর। রানার্স হয়েছেন রিওয়াস ভুজেল ও প্রিয়াংশু সিং। অন্যদিকে, মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে গণিত বিভাগের শুভচ্ছা পান্ডে চ্যাম্পিয়ন এবং রসায়ন বিভাগের সমীক্ষা রাই রানার্স হয়েছেন।

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ আগামী ১৭ মে শুরু হবে। ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী এবং ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ জানিয়েছেন, এবারের লিগে ১৫টি দল অংশ নেবে। এই দলগুলোকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ-'এ'-তে রয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, বিধান স্পোর্টিং ক্লাব, নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও নরেন্দ্রনাথ ক্লাব। গ্রুপ-'বি'-তে রবীন্দ্র সংঘ, জিটিএসসি, অগ্রগামী সংঘ, রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ এবং তরুণ তীর্থ। গ্রুপ-'সি'-তে থাকছে নবীন সংঘ, নবোদয় সংঘ, ভিবজিয়োর স্পোর্টিং ক্লাব, মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব এবং দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে কিশোর ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড। এবারের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে গৌরচন্দ্র দত্ত ট্রফি, রানার্সআপ পাবে অমৃতকুমার চৌধুরী ট্রফি, ফেয়ার প্লে-এর জন্য থাকছে বিমলা পাল ট্রফি এবং ম্যাচের সেরা ফুটবলার পাবে দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

জয়ী সংহতি

কোচবিহার: গত ১২মে মঙ্গলবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে ৪ উইকেটে ডিএনপি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে সংহতি ক্লাব। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টস জিতে ডিএনপি। ১৮.১ ওভার খেলে ৫৪ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। সুরথ চৌহান ১৮ রান করেন। ১২ রানে ৫ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা নাজিবুল হক। পাল্টা ১৩.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ৫৫ রান তুলে জয় পায় সংহতি ক্লাব। সৌভিক চাকি ও সৈকত বণিকের দখলে থাকে ১২ ও ৮ রান।

কিকবক্সিংয়ে সোনা জয় ব্রুজার্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি কদমতলার বিএসএফ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে অনুষ্ঠিত রাজ্য কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় কমব্যাট স্পোর্টস অ্যাকাডেমির প্রতিনিধিরা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে। মোট চারটি সোনা ও একটি রুপো সহ পাঁচটি পদক অর্জন করেছে ব্রুজার্স ব্রিগেডের খেলোয়াড়রা। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে, অনূর্ধ্ব-৪২ কেজিতে সোনা জিতলেন আয়ুষ দে। অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে, অনূর্ধ্ব-৬২ কেজিতে শ্রীকান্ত সাধু সোনা জিতেছেন। একই বিভাগে দেব হালদার অনূর্ধ্ব-৫৫ কেজিতে রুপোর পদক অর্জন করেন। প্রসেনজিৎ সাহা অনূর্ধ্ব-১৮, অনূর্ধ্ব-৬২ কেজিতে সোনা পেয়েছেন। এছাড়াও গৌরব সরকার অনূর্ধ্ব-১৮, অনূর্ধ্ব-৬২ কেজিতে সোনা জিতেছেন। প্রত্যেকেই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার ছাড়পত্র পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন কোচ হারাধন হালদার।

ফিফা বিশ্বকাপের নতুন থিম সং 'দাই দাই'

বিশেষ প্রতিবেদন

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। এই প্রথমবার মেক্সিকো, কানাডা এবং আমেরিকায় যৌথভাবে আয়োজিত হতে চলেছে বিশ্বকাপ। এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে তিনটি দেশে আলাদা আলাদা বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে ফিফা। আগামী ১১ জুন মেক্সিকোর আজটেকা স্টেডিয়ামে আয়োজক মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে উদ্বোধনী ম্যাচ সূচিত হবে। মঞ্চ মাতাবেন মেক্সিকান তারকা বেলিন্দা, আলেহান্দ্রো

ফার্নান্ডেজ ও জে বালভিন। মেক্সিকান ঐতিহ্য এবং আধুনিক পপ সংগীতের মেলবন্ধন ঘটাবেন শিল্পীরা।

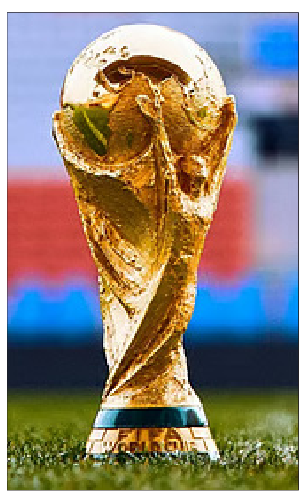

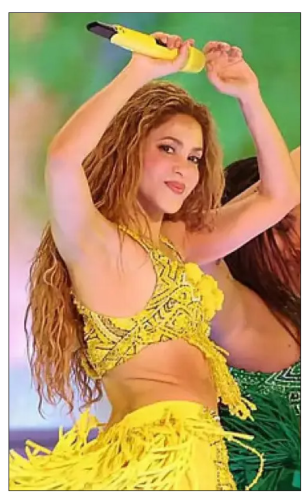

পরদিন ১২ জুন, কানাডার টরন্টোতে বসবে দ্বিতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এখানে বলিউড সেনসেশন নোরা ফতেহির নাচের সঙ্গে মঞ্চ মাতাবেন আন্তর্জাতিক তারকা মাইকেল বাবল ও আলানিস মরিসেত্ত। একই দিনে লস অ্যাঞ্জেলেসে আমেরিকার উদ্বোধনী ম্যাচে থাকবেন কেটি পেরি, অনীতা ও লিসার মতো পপ ও হলিউড আইকনরা।

তবে এই সবের মাঝে নজর কাড়তে প্রস্তুত কলম্বিআয়ার সুপারস্টার শাকিরা। ২০১০ সালের সেই বিশ্বজয়ী 'ওয়াকা ওয়াকা' থিম সং-এর পর, এবারের নতুন থিম সং 'দাই দাই'। নাইজেরিয়ান অ্যাফ্রোবিটস শিল্পী বার্না বয়ের সঙ্গে যৌথভাবে এই গানটি গেয়েছেন শাকিরা। লাতিন পপের সাথে অ্যাফ্রোবিটসের সংমিশ্রণে তৈরি এই গানটি ইতিমধ্যেই অনুরাগীদের মাতিয়ে তুলেছে।

মাধ্যমিকে ফিজিক্সওয়ালার শিক্ষার্থীদের দুর্দান্ত সাফল্য

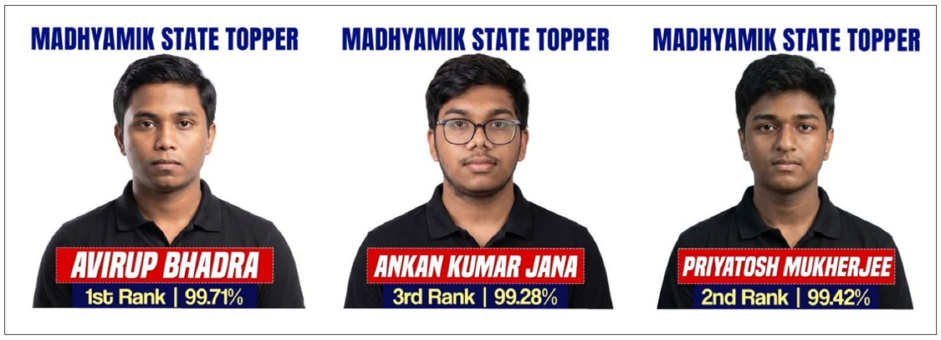

বর্ধমান/মেদিনীপুর: পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে। এই ফলাফলে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফিজিক্সওয়ালা-র ছাত্রছাত্রীরা। পিডব্লিউ-এর পশ্চিমবঙ্গ ভার্নাকুলার ‘উড়ান’ ব্যাচের ছাত্ররা রাজ্য মেধাতালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। উত্তর দিনাজপুরের অভিরূপ ভদ্র ৯৯.৭১% নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বীরভূমের প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় ৯৯.৪২% নম্বর নিয়ে দ্বিতীয় এবং পূর্ব মেদিনীপুরের অঙ্কন কুমার জানা ৯৯.২৮% নম্বর পেয়ে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

মেধাতালিকায় শীর্ষস্থানের পাশাপাশি, পিডব্লিউ-এর ২৪০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ৯৫% বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে। বেশ কয়েকজন পড়ুয়া গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের মতো বিষয়গুলোতে ১০০-তে ১০০ নম্বর পেয়েছে।

এই কৃতি ছাত্রছাত্রীরা পিডব্লিউ-এর বাংলা মাধ্যমের ‘উড়ান’ ব্যাচের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তাদের এই সাফল্য ধারাবাহিক প্রস্তুতি, স্বচ্ছ ধারণা এবং বছরব্যাপী বোর্ড-কেন্দ্রিক শিক্ষারই প্রতিফলন।

শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে ফিজিক্সওয়ালা-র প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক অলখ পাণ্ডে বলেন, “পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যের প্রথম তিনটি স্থান দখল করতে দেখে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, তাদের পরিবার এবং আমাদের শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল। আমাদের লক্ষ্য সবসময় এটাই ছিল যে, মানসম্মত শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাষায় তাদের কাছে পৌঁছায় এবং তাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হয়।”

এই ফলাফল ভারতের আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার প্রসারে পিডব্লিউ-এর প্রচেষ্টাকে আরও একবার সাফল্যের শিখরে নিয়ে গেল। লাইভ ক্লাস, সুশৃঙ্খল স্টাডি প্ল্যান, প্র্যাকটিস মডিউল এবং ডাউট সলভ সেশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরন্তর সহযোগিতা করে চলেছে পিডব্লিউ।

সঠিক এসি নির্বাচন মানেই বিদ্যুৎ সাশ্রয়

কলকাতা: গরমের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এয়ার কন্ডিশনারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে এসি কেনার সময় কেবল দাম না দেখে স্টার লেবেল, উৎপাদনের বছর এবং আইএসইইআর মান যাচাই করা জরুরি।

ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (বিইই) ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে নতুন নিয়ম চালু করেছে যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই নতুন মানদণ্ড অনুযায়ী ২০২৬ সালে উৎপাদিত একটি ৫-স্টার স্প্লিট এসির আইএসইইআর মান ৫.৬ এবং উইন্ডো এসির ক্ষেত্রে ৩.৭ হতে হবে। এর ফলে ২০২৬ সালের মডেলগুলো আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৫ সালের একটি ৫-স্টার স্প্লিট এসি নতুন নিয়মে এখন ৪-স্টার হিসেবে গণ্য হবে।

এসির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত উপাদানের ভূমিকা অপরিসীম, যেখানে কপার বা তামা অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। তামার তৈরি সরু এবং খাঁজকাটা টিউব তাপ বিনিময়ে সহায়তা করে দ্রুত ঘর ঠান্ডা করে এবং বিদ্যুৎ খরচ কমায়। এছাড়া ভারতের গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় তামা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং এটি অন-সাইট মেরামতযোগ্য।

অন্যদিকে অ্যালুমিনিয়াম মাইক্রোচ্যানেল হিট এক্সচেঞ্জার মেরামত করা কঠিন এবং লিক হলে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হয়, যা খরচ বাড়িয়ে দেয়।

দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রেও তামা অনেক এগিয়ে কারণ এটি পরিষ্কার করা সহজ এবং দীর্ঘদিন স্টার রেটিং বজায় রাখে। শিল্প খাতের তথ্য অনুযায়ী, অ্যালুমিনিয়াম হিট এক্সচেঞ্জার যুক্ত ৫-স্টার এসি ধুলোবালি জমার কারণে মাত্র ৩-৪ বছরের মধ্যে ৩-স্টার এসির সমান হয়ে যেতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদী খরচ কমাতে এবং টেকসই শীতলতা নিশ্চিত করতে ২০২৬ সালের স্টার লেবেল এবং কপার উপাদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এটি কেবল বিদ্যুৎ বিলই সাশ্রয় করবে না, বরং পরিবেশ রক্ষাতেও বড় ভূমিকা রাখবে।

অ্যামাজনের সামার সেলে সেনহাইজার-এর প্রিমিয়াম অডিও প্রোডাক্টে ছাড়

কলকাতা: অডিও প্রযুক্তিতে বিশ্বের অন্যতম পথিকৃৎ সংস্থা ‘সেনহাইজার’, ৮ মে থেকে শুরু হওয়া ‘অ্যামাজন গ্রেট সামার সেল ২০২৬’ উপলক্ষে তাদের প্রিমিয়াম অডিও ডিভাইসের ওপর বিশেষ অফারের কথা ঘোষণা করেছে। সঙ্গীতপ্রেমী এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য সেনহাইজার তাদের হেডফোন, মাইক্রোফোন এবং সাউন্ডবারের ওপর ৪২% পর্যন্ত অভাবনীয় ছাড় দিচ্ছে। এছাড়াও গ্রাহকরা নির্দিষ্ট ব্যাংকের কার্ডে ছাড় সহ ২৪ মাস পর্যন্ত নো-কস্ট ইএমআই-এর সুবিধাও পাবেন।

এই সেলে মোমেন্টাম ৪ ওয়্যারলেস পাওয়া যাবে মাত্র ২১৯৯০ টাকায়। ৪২ মিমি ট্রান্সডিউসার এবং ৬০ ঘণ্টার ব্যাটারি লাইফ সম্পন্ন এই ফ্ল্যাগশিপ হেডফোনটিতে রয়েছে অ্যাডাপ্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন এবং স্মার্ট কন্ট্রোল অ্যাপের সুবিধা। কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য প্রোফাইল ওয়্যারলেস সিরিজের ২-চ্যানেল সেটের দাম ১৯,৯৯০ টাকা এবং ১-চ্যানেল সেটের দাম ১২,৯৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি ক্লিপ-অন মাইক্রোফোন এবং ১৬ জিবি ইন্টারনাল মেমোরি সমৃদ্ধ। মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৪ হাই-ফিডেলিটি সাউন্ড এবং ৩০ ঘণ্টার প্লে-টাইম দেয়। এই ইয়ারবাডটি ৪০% ছাড়ে এখন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১৭,৯৯০ টাকায়। ঘরে বসে সিনেমা হলের অভিজ্ঞতা পেতে অ্যামবিও সাউন্ডবার মিনি ৭.১.৪ হোম থিয়েটার পাওয়া যাচ্ছে ৪৪,৯৯০ টাকায়।

এটি ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই এবং অ্যালেক্সা সাপোর্ট করে। এইচডি ৪৯০ প্রো প্লাস, অডিও প্রফেশনালদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই রেফারেন্স হেডফোনটির দাম রাখা হয়েছে ২৮,৯৯০ টাকা। পডকাস্ট এবং স্ট্রিমিংয়ের জন্য আদর্শ প্রোফাইল ইউএসবি মাইক্রোফোনটি পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৭,৪৯০ টাকায়।

এছাড়াও এইচডিবি ৬৩০ হেডফোনটি আকর্ষণীয় মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। সেনহাইজার-এর সিগনেচার সাউন্ড কোয়ালিটি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্বাদ নিতে এই সেল এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। আপনার পছন্দের পণ্যটি এখনই কিনতে ভিজিট করুন অ্যামাজন ইন্ডিয়া-র ওয়েবসাইট।

বিএসই এনহ্যান্সড ভ্যালু ৩০ ইনডেক্স ফান্ড লঞ্চ

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স তাদের ইউনিট লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান (ইউলিপ)-এর জন্য ‘আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ বিএসই এনহ্যান্সড ভ্যালু ৩০ ইনডেক্স ফান্ড’ চালু করেছে। এই ফান্ডের লক্ষ্য হলো গ্রাহকদের লার্জ এবং মিড-ক্যাপ জগতের এমন সব কোম্পানিতে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া যাদের শেয়ারের দাম বর্তমানে আকর্ষণীয় এবং দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক।

এই লঞ্চ প্রসঙ্গে আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার মিস্টার মনীশ কুমার বলেন, “আমরা এমন কোম্পানিগুলোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি যাদের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী কিন্তু বাজারমূল্য বর্তমানে আকর্ষণীয়।”

তিনি আরও যোগ করেন, “এই ফান্ডের কৌশলটি বেশ কিছু স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে, যেমন বিভিন্ন আর্থিক প্যারামিটার ব্যবহার করে সঠিক শেয়ার নির্বাচন, বিভিন্ন সেক্টর ও বাজার মূলধনের মধ্যে বৈচিত্র্য বজায় রাখা এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর পোর্টফোলিও পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি নিয়ম-মাফিক বিনিয়োগ প্রক্রিয়া বজায় রাখা।”

৩০ মার্চ, ২০২৬-এর তথ্য অনুযায়ী, এই ইনডেক্সটি গত ৩ বছরে ৩২%, ৫ বছরে ২৮.৯% এবং ১০ বছরে ১৯.৪% বার্ষিক রিটার্ন দিয়েছে, যা মার্কেট সাইকেলের মধ্যেও একটি সুশৃঙ্খল বিনিয়োগ পদ্ধতির শক্তির পরিচয় দেয়। এই ফান্ডটি একটি ‘প্যাসিভ’ ইনডেক্স-মিররিং স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে, যার লক্ষ্য হলো ইনডেক্সটিকে অনুসরণ করে নিয়মিত মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া।

এই ফান্ডটি ‘আইসিআইসিআই প্রু বিএসই এনহ্যান্সড ভ্যালু ইনডেক্স’-কে অনুসরণ করে, যেখানে বিএসই লার্জ ও মিড-ক্যাপ ইউনিভার্স থেকে ৩০টি কোম্পানিকে বেছে নেওয়া হয়। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বুক ভ্যালু-টু-প্রাইস, আর্নিংস-টু-প্রাইস এবং সেলস-টু-প্রাইস রেশিও-র মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়। আইআরডিএআই নিয়ম মেনে এই ইনডেক্সটি সাজানো হয়েছে। যদি কোনও শেয়ার নিয়ন্ত্রক বিধিনিষেধের কারণে নির্বাচন করা না যায়, তবে তালিকার পরবর্তী যোগ্য শেয়ারটিকে নেওয়া হয় যাতে ৩০টি শেয়ারের গ্রুপ বজায় থাকে।

প্রতি বছর দু’বার এই ইনডেক্সটি পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন করা হয়, যাতে পোর্টফোলিওটি সবসময় সঠিক সুযোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। এছাড়া বিনিয়োগে বৈচিত্র্য বজায় রাখতে নির্দিষ্ট স্টক বা সেক্টরে বিনিয়োগের একটি সীমাও নির্ধারণ করা আছে।

মাদার্স ডে-তে বন্ধন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ক্যাম্পেইন

কলকাতা: মাদার্স ডে উপলক্ষে মায়েদের সম্মান প্রদানে “লাল্লা ডোন’ট বাই” নামে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন ফিল্ম প্রকাশ করলো বন্ধন মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ঘুমপাড়ানি গানের আধুনিক রূপে তৈরি এই ফিল্মে মায়েরা তাঁদের বড় হয়ে যাওয়া সন্তানদের অযথা অনলাইন শপিং, রাত জেগে স্ক্রলিং ও অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগের কথা মনে করিয়ে দেন।

এবিষয়ে বন্ধন এএমসি-এর সিইও বিশাল কাপুর বলেন, “মায়েরা সবসময়ই আমাদের সঞ্চয় ও সচেতন খরচের শিক্ষা দিয়েছেন। “লাল্লা ডোন’ট বাই” সেই চিরন্তন বার্তাকেই আজকের ডিজিটাল জীবনের সঙ্গে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।”

রাত জেগে স্ক্রলিং, ফ্ল্যাশ সেল ও হঠাৎ কেনাকাটার বাস্তবতাকে হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরে ফিল্মটি জানায়—সন্তান বড় হলেও মায়ের চিন্তা কখনও ফুরোয় না।

‘অল ইন’-এর ক্রিয়েটিভ হেড জেন সিকুয়েরা আরও বলেন, “ছোটবেলায় ঘুমপাড়ানি গান আমাদের ঘুম পাড়াতো, আর এখন আমরা রাত জেগে স্ক্রল ও শপিং করি। সেই ভাবনা থেকেই তৈরি হয়েছে “লাল্লা ডোন’ট বাই।”

বিনোদন ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে তৈরি এই ক্যাম্পেইনটি সচেতনতা, খরচ ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার বার্তা দেয়।

টিন্ডারে এবার ‘অ্যাস্ট্রোলজি মোড’

কলকাতা: আধুনিক ভারতের তরুণ প্রজন্ম এখন আর ‘সবকিছু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে’ দিতে নারাজ; বরং তারা ডেটিং-এর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বেশি আগ্রহী। এই চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বের জনপ্রিয় ডেটিং অ্যাপ ‘টিন্ডার’ ভারতে নিয়ে এলো বিশেষ ফিচার ‘অ্যাস্ট্রোলজি মোড’।

টিন্ডারের সাম্প্রতিক ‘ইয়ার ইন সোয়াইপ ২০২৫’ রিপোর্ট অনুযায়ী, ৬৪% তরুণ-তরুণী এখন ডেটিং-এ আবেগকেও প্রাধান্য দিচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্র এখন কেবল ভবিষ্যৎ দেখার মাধ্যম নয়, বরং ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম উপায় হয়ে উঠেছে। টিন্ডারের নতুন এই ফিচারে ব্যবহারকারীরা তাদের জন্ম তারিখ, স্থান ও সময় দিয়ে নিজেদের ‘বিগ থ্রি’ (সূর্য রাশি, চন্দ্র রাশি ও লগ্ন) আনলক করতে পারবেন।

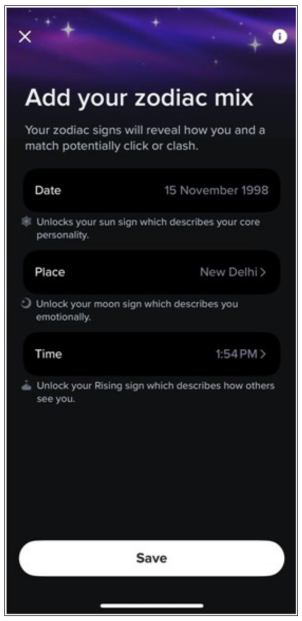

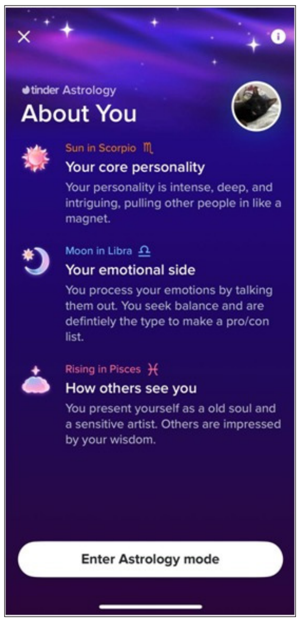

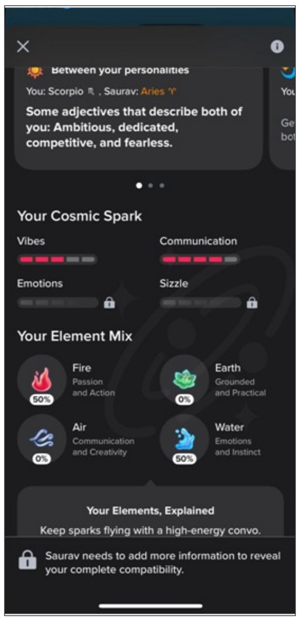

এই ফিচারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, পার্সোনালাইজড অ্যানালিসিস যা নিজের ব্যক্তিত্ব, আবেগ ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীর ধারণা দেয়। সম্ভাব্য সঙ্গীর সঙ্গে ‘কসমিক স্পার্ক’ (যোগাযোগ, আবেগ ও আকর্ষণ) এবং এলিমেন্ট মিক্স (অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু ও জল) যাচাই করে কম্প্যাটিবিলিটি চেক করার সুবিধাও এখানে থাকছে।

কেবল লুক বা ছবির বদলে ব্যক্তিত্বের মিল দেখে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে ইন্টেনশনাল ডেটিংয়ের সুযোগ দেয় এই অ্যাপ। টিন্ডার ইন্ডিয়ার রিলেশনশিপ বিশেষজ্ঞ ডঃ চাঁদনি তুগনাইত জানান, “তরুণ প্রজন্ম এখন নিজেদের সীমানা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে অনেক সচেতন। তারা কেবল ভাগ্যের ওপর নির্ভর না করে জ্যোতিষশাস্ত্রকে ব্যক্তিত্ব বোঝার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে।”

টিন্ডারের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, ভারতে সিংহ (১১.৮%) এবং বৃশ্চিক (১১.০%) রাশির ইউজার সবচেয়ে বেশি। এই নতুন ফিচারের লক্ষ্য হলো আত্ম-সচেতনতা এবং চারিত্রিক মিল দেখে তরুণদের মধ্যে গভীর ও স্থায়ী বন্ধন গড়ে তোলা।

মোটোরোলার নতুন রেজর ফোল্ড ফোন লঞ্চ

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি মোটোরোলা তাদের ‘RAZR FOLD’ লঞ্চের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের ইন্ডাস্ট্রিতে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এটি এমন একটি ডিভাইস যা অসাধারণ স্থায়িত্বের সঙ্গে রেকর্ড-ব্রেকিং স্পেসিফিকেশনের এক অনন্য সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। স্ন্যাপড্রাগন ৮ জেন ৫ চিপসেট এবং অ্যান্ড্রয়েড ১৬ দ্বারা চালিত এই ফোল্ডেবল ফোনটিতে রয়েছে অত্যন্ত নিখুঁত প্রকৌশলশৈলীতে তৈরি ‘এয়ারক্রাফট-গ্রেড’ ইস্পাতের হিঞ্জ এবং বিশ্বের প্রথম ‘কর্নিং গোরিলা গ্লাস সেরামিক থ্রি’-দ্বারা তৈরি বাইরের আবরণ। এর দৃশ্যমান অভিজ্ঞতাও সমানভাবে আকর্ষণীয়; এতে রয়েছে বিশাল ৮.১-ইঞ্চির ২কে এক্সট্রিম এএমওএলইডি ডিসপ্লে, যার সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ৬,২০০ নিটস। অন্যদিকে, এর ৬.৬-ইঞ্চির বাইরের ডিসপ্লেটি ১৬৫HZ-এর অত্যন্ত মসৃণ রিফ্রেশ রেট দেয়, যা এটিকে এই শ্রেণির ফোনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সক্ষম সেকেন্ডারি স্ক্রিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রেজর ফোল্ড তার পেশাদার-মানের সনি লিটিয়া™ ক্যামেরা সিস্টেমের জন্য ‘DXOMARK গোল্ড লেবেল’ অর্জন করেছে। এই ক্যামেরা সিস্টেমের নেতৃত্বে রয়েছে একটি ৫০ মেগাপিক্সেলের মূল সেন্সর এবং ১০০ গুণ সুপার জুম ক্ষমতাসম্পন্ন পেরিস্কোপ লেন্স। ইমেজিং বা ছবি তোলার এই শক্তিশালী যন্ত্রটিকে সচল রাখতে সহায়তা করে এর ৬,০০০ MAH-এর সিলিকন-কার্বন ইউনিট, যা ৪৩ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চার্জ ধরে রাখতে সক্ষম। ব্যবহারকারীরা ৮০ ওয়াটের তারযুক্ত অথবা ৫০ ওয়াটের তারবিহীন টার্বোপাওয়ার™ চার্জিং প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ফোনটি রিচার্জ করতে পারবেন। উৎসাহী ব্যবহারকারীদের জন্য, ‘ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬’-এর একটি সীমিত সংস্করণও উন্মোচন করা হয়েছে; বিশ্বজুড়ে উদযাপিত এই টুর্নামেন্টকে সম্মান জানাতে এই সংস্করণে ২৪-ক্যারেট সোনার প্রলেপ এবং বিশেষ ইউআই কাস্টমাইজেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই স্মার্টফোনটির পরিপূরক হিসেবে এসেছে ‘মোটো বাডস ২ প্লাস’, যা ‘সাউন্ড বাই বোস’ প্রযুক্তি এবং ডায়নামিক এএনসি সুবিধা নিয়ে তৈরি। এই ইয়ারবাডগুলোই তাদের নিজস্ব বিভাগে প্রথম ডিভাইস, যাতে ব্লুটুথ ৬.০ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে; এর ফলে ‘ক্যাচ মি আপ’-এর মতো মোটো এআই ফিচারগুলোর সঙ্গে এটি অত্যন্ত নির্বিঘ্নে সংযুক্ত হতে পারে। নজরকাড়া প্যানটোন ফিনিশে উপলব্ধ রেজর ফোল্ড-এর কার্যকর মূল্য শুরু হচ্ছে ১,৩৯,৯৯৯ টাকা থেকে, আর বিশেষ ফিফা সংস্করণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৬৯,৯৯৯ টাকা। সব মিলিয়ে, এই নতুন পণ্যগুলোর লঞ্চ মোটোরোলা-র সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন, যা প্রিমিয়াম মানের এবং এআই-চালিত হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে মোবাইল উদ্ভাবনের সীমানাকে প্রতিনিয়ত প্রসারিত করে চলেছে।

মা দিবসে উপহারের তালিকায় অন্যতম চকোলেট, রিপোর্ট ইন্সটামার্টের

কলকাতা: মা দিবস উদযাপনে উপহার হিসেবে সবচেয়ে বেশি কেনা হয়েছে চকোলেট এবং গৃহসজ্জার সামগ্রী। ইনস্টামার্টের তথ্য অনুযায়ী, আধুনিক ক্রেতারা এখন প্রথাগত উপহারের বদলে অনেক বেশি সুচিন্তিত এবং সেলফ-কেয়ার পণ্য উপহার বেছে নিচ্ছেন। বিশেষ করে কলকাতায় চকোলেটের প্রতি প্রবল আকর্ষণ লক্ষ করা গিয়েছে, যা শহরের শীর্ষ পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া মোমবাতি, ডিফিউজার এবং বিভিন্ন গৃহসজ্জার সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রেও কলকাতা ও জয়পুর সারা দেশের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যা ঘরের পরিবেশ উন্নত করার মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে।

সারাদেশের কেনাকাটার ট্রেন্ড বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপহার দেওয়ার ধরনে এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে। ‘সেলফ-কেয়ার’ বা নিজের যত্নের বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়ায় ম্যাসাজার বা মালিশ যন্ত্রের বিক্রি ১৩৬% এবং সৌন্দর্যচর্চার সামগ্রীর বিক্রি ৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অভিজাত সুগন্ধির চাহিদা বেড়েছে ১৩৪%। কেনাকাটার সময়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ভোরের দিকে ফুলের বিক্রি সবচেয়ে বেশি ছিল এবং রাত ৮টা থেকে ৯টার সময়টি ছিল কেনাকাটার ব্যস্ততম সময়। বিশেষ করে আইসক্রিম কেকের চাহিদা সন্ধ্যা ৭টার দিকে ছিল সর্বাধিক।

বিচিত্র পছন্দের মধ্যেও চকোলেট ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী; দ্রুত বা শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় শীর্ষ ২০টি পণ্যের মধ্যে ১৫টিই ছিল চকোলেট। যদিও বেঙ্গালুরু, মুম্বই এবং দিল্লি কেনাকাটার নিরিখে এগিয়ে ছিল, তবে কলকাতা চকোলেটের পছন্দের দিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে মুম্বই বা পুনেতে মাওয়া কেক এবং চেন্নাই বা কোচিতে ব্রাউনির চাহিদা বেশি ছিল। গড়ে ৫,৫০০ টাকা মূল্যের উপহার সামগ্রী ছিল ক্রেতাদের পছন্দের কেন্দ্রবিন্দুতে। সামগ্রিকভাবে এবারের মা দিবস প্রমাণ করেছে যে, মানুষ এখন উপহারের মাধ্যমে কেবল প্রথা রক্ষা করেনি, বরং প্রিয়জনের আরাম ও মানসিক প্রশান্তিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে।

ইডেন গার্ডেনস-এর জন্য একাধিক পরিকল্পনা

কলকাতা: ভারতীয় ক্রীড়া পরিকাঠামোর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ প্রখ্যাত স্থাপত্য সংস্থা পপুলাস-এর। তারা কলকাতার আইকনিক ইডেন গার্ডেনস-এর জন্য একটি ব্যাপক পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা লঞ্চ করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ১৮৬৪ সালে নির্মিত এই ঐতিহাসিক ভেন্যুটিকে একটি ভবিষ্যৎ-উপযোগী, ভার্সেটাইল গন্তব্যে রূপান্তরিত করা। আসন সংখ্যা ৬৮,০০০ থেকে বাড়িয়ে ৮৫,০০০ করা এবং ৪১,০০০ বর্গফুটেরও বেশি প্রিমিয়াম হসপিটালিটি জোন যুক্ত করার মাধ্যমে, এই নতুন ডিজাইন স্টেডিয়ামের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বাণিজ্যিক প্রসার ঘটাবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে একটি জাদুঘর, একটি হল অফ ফেম এবং ডিজিটাল এনগেজমেন্ট জোন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার পাশাপাশি ভেন্যুটিকে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও সংযুক্ত রাখবে।

এই ডিজাইনে স্কাই ডেক, স্কাই লাউঞ্জ এবং আইপিএল ফ্যানদের জন্য বিশেষ জোনের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে, যা একটি বছরব্যাপী সামাজিক পরিবেশ তৈরি করবে। আর্কিটেক্ট সিদ্ধার্থ সোনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই উদ্যোগটি কেবল সাধারণ সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং ভক্তদের জন্য এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেয়। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি এই প্রকল্পের ব্যক্তিগত তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন যে, এর লক্ষ্য হলো গুণমান ও আরামের দিক থেকে ইডেন গার্ডেনস-কে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেট ভেন্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

একটি ঘনবসতিপূর্ণ, ঐতিহাসিক শহুরে স্থানের সীমাবদ্ধতা সামলে, নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম এবং লর্ডসের নেপথ্যের বিশেষজ্ঞ সংস্থা পপুলাস, ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কুইন্সল্যান্ড (টিআইকিউ) দ্বারা সমর্থিত আন্তর্জাতিক দক্ষতার সাহায্য নিচ্ছে। স্থানের সীমাবদ্ধতাকে বৈচিত্র্যময় আসন বিন্যাস দ্বারা সামলানো হবে। পাশাপাশি এবং ম্যাচের দিন ছাড়া অন্যান্য কারণে স্টেডিয়াম ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হবে। এসবের মাধ্যমে এই পুনর্নির্মাণ প্রকল্প নিশ্চিত করে যে, বিশ্বমানের পরিকাঠামো দ্বারা সাজানো এই স্টেডিয়ামে আগামীতে দর্শকদের কোলাহল ও স্পোর্টসম্যান-দের গর্জনে ভরে উঠবে।

মুনাফায় শক্তিশালী প্রবৃদ্ধিতে বার্জার পেইন্টস

কলকাতা: ২০২৬ এর অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বার্ষিক উল্লেখযোগ্য উন্নতির আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করলো বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড। দেশীয় বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি, বিক্রির পরিমাণে উন্নতি এবং অপারেটিং মার্জিন বৃদ্ধির ফলে এই বছর সংস্থার মুনাফায় উল্লেখযোগ্য উত্থান দেখা গিয়েছে। ২০২৬ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে সংস্থার স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিট মুনাফা বছরে ভিত্তিতে ৩৮.১ শতাংশ বেড়ে ৩২৭.৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ২৩৬.৯ কোটি টাকা।

একই সময়ে অপারেশন থেকে আয় ৬.৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২,৫০৪ কোটি টাকা এবং ইবিআইডিটিএ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫৮.৭ কোটি টাকায়। চ্যালেঞ্জপূর্ণ বাজার পরিস্থিতির মধ্যেও বার্জার পেইন্টস ১১.৮ শতাংশ ভলিউম গ্রোথ অর্জন করেছে। গ্রস মার্জিন দাঁড়িয়েছে ৪২.৩ শতাংশ এবং উল্লেখযোগ্য উন্নতির আর্থিক ফলাফল মার্জিন ১৮.৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত ১০ ত্রৈমাসিকের মধ্যে সর্বোচ্চ।

একত্রিত ভাবে ত্রৈমাসিক আয় ৬.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮৬৮ কোটি টাকা এবং নিট মুনাফা ২৭.৫ শতাংশ বেড়ে ৩৩৫.৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। সম্পূর্ণ ২০২৬ অর্থবর্ষে সংস্থার একত্রিত আয় হয়েছে ১১,৮৮০.৩ কোটি টাকা। সংস্থার বোর্ড ২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ৪ টাকা লভ্যাংশের সুপারিশ করেছে।

সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও অভিজিৎ রায় জানান, বাজারে চাহিদা পুনরুদ্ধার, প্রিমিয়াম পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি এবং কাঁচামালের দাম কম থাকায় সংস্থার লাভজনকতা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পমহলের মতে, বার্জার পেইন্টস- এর এই শক্তিশালী ত্রৈমাসিক ফলাফল বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াবে এবং পূর্ব ভারতের ব্যবসায়িক পরিবেশেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে নির্মাণ ক্ষেত্রের গতি বৃদ্ধি, আবাসন খাতে চাহিদা এবং প্রিমিয়াম পেইন্ট সেগমেন্টের সম্প্রসারণ ভবিষ্যতে সংস্থার বৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

বার্ষিক স্কলারশিপ ঘোষণা করলো ইউডব্লিউএ ইন্ডিয়া

কলকাতা: বিশ্ববিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া তাদের ভারতীয় শাখা 'ইউডব্লিউএ ইন্ডিয়া'-র মাধ্যমে এক যুগান্তকারী স্কলারশিপ প্রোগ্রামের কথা ঘোষণা করেছে। ভারতের বাজারে এটি কোনও বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নেওয়া অন্যতম বৃহৎ আর্থিক প্রতিশ্রুতি। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করে তোলা।

মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ইউডব্লিউএ ইন্ডিয়ার ক্যাম্পাসের জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখানে বিজ্ঞান (স্টেম), বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ের বিভিন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স করানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর অমিত চকমা জানান, এই ঐতিহাসিক বৃত্তি প্রকল্পের লক্ষ্য হলো আর্থিক সীমাবদ্ধতা যেন মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বপ্নের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করা।

এই স্কলারশিপ কাঠামোর আওতায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি অনেকটা কমানো হবে। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মেধাভিত্তিক বৃত্তি, গ্লোবাল এক্সেলেন্স বৃত্তি এবং মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থসাহায্য। এছাড়াও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং

নেতৃত্বের গুণ রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীনই যোগ্য শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির সুবিধা পাবেন।

ইউডব্লিউএ-র এই পদক্ষেপ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট HTTPS://WWW.UWA.EDU.AU/INDIA ভিজিট করতে পারেন।

স্বাস্থ্য ও জীবনশৈলী

ত্বকের ধরন বুঝে কিনুন সানস্ক্রিন

দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকলে অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের চরম ক্ষতি করে দিতে পারে। সানস্ক্রিন ছাড়া রোদে বেরোলে ত্বক পুড়ে যাওয়া থেকে শুষ্ক, খসখসে হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। শুধু তাই নয়, ট্যানিং, পিগমেন্টেশন এবং অকাল বার্ধক্যের মতো ক্ষতি থেকেও সুরক্ষা দেয়। কিন্তু সব সানস্ক্রিন সবার ত্বকে সমান কাজ করে না, এটা নির্ভর করে SPF মাত্রার ওপরে। কেনার আগে SPF ১৫, ৩০ বা ৫০-পার্থক্য জেনে নেওয়া এবং তৈলাক্ত, শুষ্ক বা সাধারণ ত্বকের কোনটির ক্ষেত্রে কোনটা প্রযোজ্য সেটাও জেনে নেওয়া জরুরি।

সানস্ক্রিন ক্রিমে এসপিএফ ১৫, ৩০ বা ৫০ -এর মধ্যে পার্থক্য কী?

সানস্ক্রিন ক্রিমের গায়ে লেখা SPF নম্বরটি ইউভিবি রশ্মির থেকে রক্ষা করার মাত্রা নির্ণয় করে। এই সংখ্যা যত বাড়ে সুরক্ষার মাত্রাও তত বাড়ে। SPF ৩০ প্রায় ৯৭ শতাংশ UV-Bর হাত থেকে বাঁচায়। SPF - ৫০ প্রায় ৯৮ শতাংশ UV-Bর হাত থেকে রক্ষা করে। অল্প সময়ের জন্য SPF ৩০ ব্যবহার করতে পারেন, বেশি সময়ের জন্য SPF ৫০ ব্যবহার করা উচিৎ। সাধারণ মানুষের রোজ ব্যবহারের জন্য এর থেকে উচ্চতর সুরক্ষা লাগে না।

কোন ত্বকের জন্য কী সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন ?

১. অয়েলি স্কিন

এসপিএফ মাত্রা ৩০-৫০ হওয়া উচিৎ। জেল ভিত্তিক/ জল ভিত্তিক/ তেল মুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। বোতলের গায়ে লেখা দেখে নেবেন। 'OIL-FREE', 'MATTE FINISH' বা 'NON-COMEDO-GENIC' লেবেল দেখে তবেই কিনবেন।

২. ড্রাই স্কিন

এক্ষেত্রেও SPF মাত্রা ৩০-৫০ হলে ভালো। ক্রিম ভিত্তিক বা আর্দ্রতা দেয় এরকম সানস্ক্রিন। বোতলের গায়ে 'HYDRATING' বা 'MOISTURIZING' লেখা থাকবে। গ্লিসারিন, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড বা সেরামাইড থাকলে ত্বক নরম থাকে। ক্রিম বেসড যে কোনও সানস্ক্রিন এই ত্বকের জন্য খুব ভালো।

৩. সেনসিটিভ স্কিন

SPF মাত্রা ৩০+ হলেই ভালো। এই ধরনের ত্বকের জন্য খনিজ সানস্ক্রিন অর্থাৎ জিঙ্ক অক্সাইড বা টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। PHYSICAL' বা 'MINERAL' সানস্ক্রিন বেছে নিন। কোনও সুগন্ধী বা প্যারাবিন যুক্ত সানস্ক্রিন এড়িয়ে চলুন।

৪. কম্বিনেশন স্কিন

এক্ষেত্রে ৩০-৫০ SPF যুক্ত সানস্ক্রিন বেছে নিন। তবে সেই সানস্ক্রিন যেন হয় হালকা ওজনের বা 'LIGHTWEIGHT'। খুব বেশি তৈলাক্ত বা খুব বেশি শুষ্ক হবে না এরকম দেখে ব্যবহার করুন। ব্রড স্পেকট্রাম ক্রিম এই ত্বকের জন্য সবচেয়ে ভালো।

৫. ব্রণ-প্রবণ ত্বক

এই রকম ত্বকের ক্ষেত্রেও SPF ৩০-৫০ থাকবে। সাধারণত জেল বা তরল ভিত্তিক সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। ভুল সানস্ক্রিন ব্রণের প্রকোপ বাড়াতে পারে তাই কেনার আগে এক্ষেত্রে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে কিনুন।

ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়াম

অনেকেই ক্যান্সারকে জিনগত সমস্যা বা ভাগ্যের ফল হিসেবে মনে করেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দৈনন্দিন জীবনধারা, বিশেষত খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ক্যান্সারের ঝুঁকিতে বড় প্রভাব ফেলে। শরীরের প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হরমোনের ভারসাম্য এবং কোষের মেরামত প্রক্রিয়া এই অভ্যাসগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। চিকিৎসকদের মতে, সুষম পুষ্টি এবং নিয়মিত ব্যায়াম শরীরকে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এটি ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণ হতে পারে এমন জিনগত পরিবর্তনগুলোকে প্রতিহত করে।

খাদ্যাভ্যাস

অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিনি এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বি গ্রহণ শরীরে দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। সসেজ, বেকন, হট ডগের মতো প্রক্রিয়াজাত মাংস কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। অতিরিক্ত মদ্যপান স্তন, লিভার, মুখ এবং খাদ্যনালীর ক্যান্সারের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি করে।

সুস্থ ওজন বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অতিরিক্ত চর্বি টিস্যু ইস্ট্রোজেন এবং প্রদাহজনক চিহ্নিতকারীর মাত্রা বাড়ায়, যা বিভিন্ন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

ব্যায়াম

শারীরিক ক্রিয়াকলাপ কেবল ক্যালোরি পোড়ায় না; এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, অস্বাভাবিক কোষ শনাক্ত ও ধ্বংসে সহায়তা করে। ব্যায়াম ইনসুলিন প্রতিরোধ কমায় এবং রক্তে ইনসুলিন ও বৃদ্ধির ফ্যাক্টরের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, যা ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধিকে বাধা দেয়।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত মাঝারি মাত্রার ব্যায়াম স্তন, কোলন ও এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এটি হরমোন ভারসাম্য বজায় রেখে প্রদাহ কমায়, ফলে শরীর এমন পরিবেশ তৈরি করে যা ক্যান্সারের বিকাশকে বাধা দেয়।

ডায়েট ও ব্যায়ামের সমন্বয়

সুষম পুষ্টি এবং নিয়মিত ব্যায়ামের সমন্বয় আরও শক্তিশালী সুরক্ষা দেয়। পুষ্টিকর খাবার কোষের মেরামত এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয়, আর ব্যায়াম বিপাক, রক্তপ্রবাহ এবং হরমোন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি একসাথে কাজ করে, ডিএনএ ক্ষতি কমায়, দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং জেনেটিক মিউটেশন প্রতিহত করে।

নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে পেশী গ্লুকোজ গ্রহণ বাড়ায়, ইনসুলিনের মাত্রা কমায় এবং কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করে। পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজনীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ করে, যা কোষের মেরামত প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা

কোনও নির্দিষ্ট ডায়েট বা ব্যায়াম ক্যান্সার প্রতিরোধের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। ক্যান্সার প্রতিরোধ একটি ধাপে ধাপে চলা প্রক্রিয়া। ধারাবাহিকতা এবং ছোট ও টেকসই পরিবর্তন যেমন পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, প্রক্রিয়াজাত খাবারের পরিমাণ কমানো, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, এই অভ্যাসগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এগুলি শরীরকে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ ও অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রক্ষা করে, সম্ভাব্য মারাত্মক জেনেটিক মিউটেশন থেকেও রক্ষা করে।

আনারস কাটার কয়েকটি সহজ টিপস

গরমের দিনে রসালো আনারস খেতে কম বেশি সবাই পছন্দ করেন। তবে আনারস কাটা নেহাত কম ঝামেলার কাজ নয়। কিন্তু কিছু সহজ কৌশল জানা থাকলে সহজেই আনারস কাটা যায়। এতে ফলের অপচয়ও হবে কম। রইল টিপস।

পাকা আনারস বেছে নিন

আনারস কাটার আগে ভালোভাবে পাকা ফল বেছে নেওয়া জরুরি। পাকা আনারসের বাইরের অংশ হালকা সোনালি-হলুদ হয় এবং মিষ্টি গন্ধ থাকে। খুব বেশি সবুজ বা অতিরিক্ত নরম আনারস এড়িয়ে চলুন। পাকা আনারস কাটতে যেমন সহজ, তেমনি খেতেও সুস্বাদু।

প্রথমে উপরের ও নিচের অংশ কেটে ফেলুন

আনারস একটি শক্ত কাটিং বোর্ডে রেখে প্রথমে উপরের অংশ ও নিচের অংশ কেটে ফেলুন। এতে ফলটি সহজে সোজা করে দাঁড় করানো যায় এবং কাটার সময় পিছলে যাওয়ার ঝুঁকি কমে।

খোসা ছাড়ান সাবধানে

আনারস সোজা করে দাঁড় করিয়ে ওপর থেকে নিচের দিকে খোসা ছাড়ান। ফলের বাঁক অনুযায়ী কাটলে কম অপচয় হয় এবং বেশি অংশ খাওয়ার জন্য রাখা যায়।

‘চোখ’ সরানোর সহজ কৌশল

আনারসের গায়ে ছোট ছোট কালো দাগ বা ‘চোখ’ থাকে। এগুলো এক একটি করে কাটার বদলে তির্যকভাবে ভি-আকৃতিতে কেটে ফেললে একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ সহজেই তুলে ফেলা যায়।

টুকরো করে কাটুন

খোসা ছাড়ানোর পর আনারস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ফেলুন। ছোট টুকরো দেখতে সুন্দর লাগে, খেতেও সুবিধাজনক। ধারালো ছুরি ব্যবহার করলে কাটাও সহজ হয়।

শক্ত মাঝের অংশ ফেলে দিন

আনারসের মাঝখানের অংশ শক্ত ও আঁশযুক্ত হয়। তাই টুকরো করার সময় মাঝের শক্ত অংশ আলাদা করে ফেলে দিলে খেতে আরও ভালো লাগে।

সঠিকভাবে সংরক্ষণ করুন

কাটা আনারস সঙ্গে সঙ্গে না খেলে একটি বায়ুরোধী পাত্রে রেখে ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন। এতে ৩ থেকে ৪ দিন পর্যন্ত সতেজ থাকে এবং স্বাদও ভালো থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশ্ব সংকটের প্রভাব

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবিক সংকট লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে। এসব সংকট শুধু ঘরবাড়ি বা সম্পদের ক্ষতি করে না, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। ভয়, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা এখন অনেক মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সংকটের সময় প্রায় প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো মানসিক চাপের মুখোমুখি হন। অনেকেই সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারলেও, কেউ কেউ দীর্ঘমেয়াদী মানসিক সমস্যায় ভুগতে পারেন। এর মধ্যে হতাশা, উদ্বেগ এবং পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিটিএসডি) অন্যতম।

সংকট কীভাবে মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে?

দ্বন্দ্ব বা দুর্যোগ মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে পুরোপুরি বদলে দেয়। পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ঘরবাড়ি হারাতে হয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যাহত হয়। চাকরি হারানো, আর্থিক সংকট এবং প্রিয়জনকে হারানোর ভয় মানুষের মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত, শিশুদের জন্য এটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এই পরিস্থিতি তাদের মানসিক বিকাশ, পড়াশোনা, ঘুম এবং নিরাপত্তাবোধের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ২৪ ঘণ্টার সংবাদ পরিবেশনও মানুষের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বারবার দুঃখজনক খবর, ছবি বা ভিডিও দেখলে মানসিক ক্লান্তি ও ভয় আরও বেড়ে যেতে পারে।

মানসিক চাপ কমানোর উপায়

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংকটের সময় মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু সহজ অভ্যাস মানুষকে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করতে পারে।

বিরক্তিকর খবর এড়িয়ে চলুন : সবসময় খবরের মধ্যে ডুবে থাকলে উদ্বেগ বাড়তে পারে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খবর দেখুন এবং মাঝেমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিরতি নিন।

পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলুন : নিজের ভয় ও অনুভূতি ভাগ করে নিলে মানসিক চাপ কমে। কাছের মানুষদের সমর্থন কঠিন সময়ে অনেক সাহায্য করে।

দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখুন : ঠিকমতো ঘুম, স্বাস্থ্যকর খাবার, হালকা ব্যায়াম এবং নিয়মিত কাজের অভ্যাস মানসিক স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন : মানসিক চাপ কমানোর জন্য মাদক, অ্যালকোহল বা তামাক ব্যবহার করা ক্ষতিকর। এগুলো সাময়িক স্বস্তি দিলেও, শারীরিক ও মানসিক সমস্যা আরও বাড়াতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সংকট মোকাবিলায় শুধু খাদ্য ও আশ্রয় নয়, মানসিক সহায়তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার, সমাজ এবং স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে মানসিক সমর্থন নিশ্চিত করা গেলে মানুষ দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে।

হাত মেলাল এসআইটি ও কিনস্ কেয়ার

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: পড়াশোনার পাশাপাশি হাতেকলমে কাজের অভিজ্ঞতা দিতে এক নতুন উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ির ‘শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি’। সম্প্রতি শহরের পরিচিত স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থা ‘কিনস্ কেয়ার’-এর সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তি বা ‘মউ’ স্বাক্ষর করল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে এক সুতোয় বাঁধতেই এই চুক্তি করা হয়েছে। এর ফলে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি সরাসরি কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে। বিশেষ করে ডিজিটাল যুগের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে পড়ুয়ারা ভবিষ্যতে চাকরির বাজারে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে পারে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জয়দীপ দত্ত, প্রিন্সিপাল ইনচার্জ ডঃ অরুন্ধতী চক্রবর্তী, বিসিএ বিভাগের প্রধান শ্রী রত্নাঙ্কুর মজুমদার, কিনস্ কেয়ার-এর প্রতিনিধি সোনিয়া ঘটরাজ।

মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, শুধু বই পড়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সরাসরি অফিসের বা কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কেমন হয়, তা পড়ুয়াদের জানা খুব জরুরি। এই চুক্তির ফলে ছাত্রছাত্রীরা যেমন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জানবে, তেমনই মানুষের সেবায় সেই প্রযুক্তি কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তাও শিখতে পারবে।

ভারতে জ্বালানি সংকট! দাম বাড়তে পারে পেট্রোল-ডিজেলের

বিশেষ প্রতিবেদন

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বিশ্ব অর্থনীতি তীব্র সংকটের মুখে। ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তার আঁচ এসে পড়েছে ভারতের বাজারেও। এই আবহে সম্প্রতি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। তাঁর মতে, ভারত জ্বালানি তেল ও সারের মতো অপরিহার্য পণ্যের ক্ষেত্রে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল, তাই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব দেশেই পড়বে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট অব্যাহত থাকলে ভারতকে খুচরা জ্বালানির দাম বাড়াতে হবে। আর এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব নিশ্চিতভাবেই সাধারণ মানুষের ঘাড়ে এসে পড়বে।

যদিও কেন্দ্রীয় সূত্রে খবর, দেশের জ্বালানি তেলের সংকট এখনও তৈরি হয়নি। তবে ভোট মিটতেই রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ৯৯৩ টাকা এবং অটোর এলপিজিরও লিটার প্রতি দাম ৬ টাকা ৪৪ পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরই মধ্যে দেশবাসীর কাছে জ্বালানি সাশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বাড়তি পেট্রোল-ডিজেল ব্যবহার কমানো, কারপুলিং, মেট্রো ও বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দেন। পাশাপাশি, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের জন্য ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমানো, অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণের কথাও বলেছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক এই পরিস্থিতির জেরে চাপের মুখে পড়েছে টাকার দাম। মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা ৯৫ টাকার নীচে নেমেছে, যাতে বেড়েছে আমদানি ব্যয়। যদি দ্রুত এই পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, তাহলে আগামী দিনে সাধারণ মানুষের উপর জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

একই দিনে দুই রাজ্যের ভাগ্যবদল তামিলনাড়ুতে বিজয়ের অভিষেক

বিশেষ প্রতিবেদন

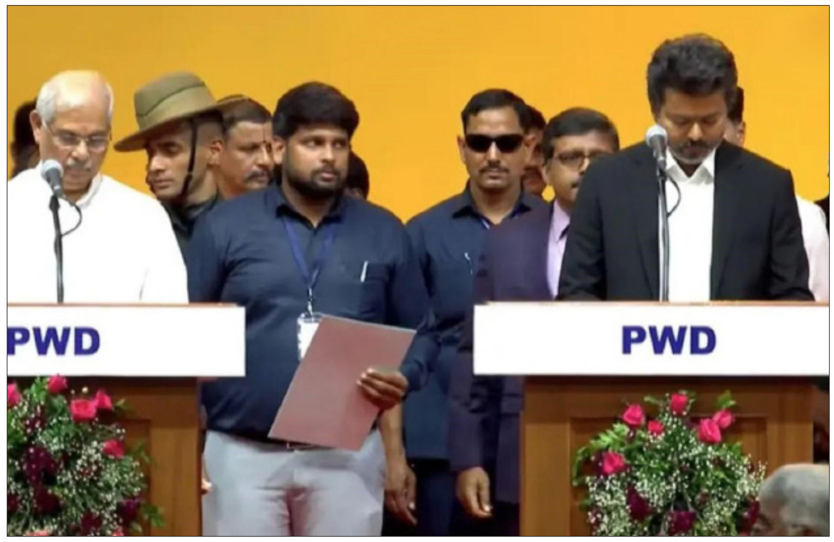

একই দিনে ভারতের দুই প্রান্তের দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ যেন দেশজুড়ে এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের জন্ম দিয়েছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দীর্ঘ দেড় দশকের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ শুভেন্দু অধিকারীর, ঠিক তেমনই দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে দীর্ঘদিনের দ্রাবিড় রাজনীতির প্রথা ভেঙে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছেন অভিনেতা জোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখর। উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভিন্ন মেরুর রাজনীতিতে ৪ মে এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সাধারণ মানুষ পুরনো শাসনব্যবস্থার বদলে নতুন মুখের ওপর ভরসা রেখেছেন।

তামিলনাড়ুতে বিজয়ের নতুন দল ‘তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম’ (টিভিকে) মাত্র কিছু সময়ের মধ্যেই সাধারণ মানুষের মসিহা হয়ে উঠেছে। শুভেন্দু অধিকারী যেমন ভবানীপুরের গড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন, তেমনই বিজয়ও ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র একচেটিয়া আধিপত্য ধুলিসাৎ করে দিয়েছেন।

চেন্নাইয়ের নেহরু স্টেডিয়ামে মেট-ব্ল্যাক স্যুট পরে বিজয়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি ছিল কার্যত আধুনিক ও পরিবর্তনের প্রতীক। ১২০ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম দিনেই বিজয় বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি কেবল গ্ল্যামারের টানে রাজনীতিতে আসেননি। দায়িত্ব নিয়েই তিনি ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করেছেন।

নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রথম দিনেই ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং নারী নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বাহিনী গঠনের ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্যজুড়ে মাদকের দাপট রুখতে প্রতিটি জেলায় একটি করে অ্যান্টি-ড্রাগ ইউনিট তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের সামনে যেমন ভোট-পরবর্তী হিংসা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা বড় চ্যালেঞ্জ, তেমনই বিজয়ের সামনেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পূর্বতন সরকারের রেখে যাওয়া ১০ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা। দায়িত্ব গ্রহণ করেই সেই ঋণের পাহাড় নিয়ে ‘শ্বেতপত্র’ প্রকাশের ঘোষণা করেছেন তিনি।

শুভেন্দু অধিকারী যেমন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রিসভায় দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল বা নিশীথ প্রামাণিকদের মতো পোড়খাওয়া ও দক্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছেন, বিজয়ও তেমনই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে বিজয় সরাসরি আক্রমণ করেন পূর্ববর্তী ডিএমকে সরকারকে এবং ঘোষণা করেন যে তাঁর শাসনে কোনও ‘রুদ্ধদ্বার রাজনীতি’ চলবে না। সাধারণ মানুষের আবেগ ছুঁয়ে বিজয় তাঁর অনুরাগী ও কর্মীদের ‘বিজয় মামা’ হিসেবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। বাংলার শুভেন্দু অধিকারী থেকে তামিলনাড়ুর বিজয় এই দুই নতুন মুখ্যমন্ত্রীই যেন তাঁদের কর্মতৎপরতা ও সাহসের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে ময়দানে নামলে দীর্ঘদিনের পুরনো রাজনৈতিক সমীকরণও জনতা বদলে দিতে পারে। সব মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের ব্রিগেড থেকে চেন্নাইয়ের নেহরু স্টেডিয়াম, ভারতের দুই প্রান্তেই এখন যেন নতুন ভোরের সূচনাকাল।

শিক্ষাপ্রযুক্তির আধুনিক প্রেক্ষাপট ও অর্থ

প্রবন্ধ

পূজা চৌধুরী

বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেটের যুগে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। বর্তমানে শিক্ষাপ্রযুক্তি বা এডুকেশনাল টেকনোলজি (EDTECH) কেবল কয়েকটি যন্ত্রের ব্যবহার নয়, বরং এটি হলো শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার একটি সামগ্রিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। জনসংখ্যা এবং জ্ঞানের যে বিস্ফোরণের কথা আমরা প্রতিনিয়ত শুনে থাকি, তার মোকাবিলায় আজ অনলাইন লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, স্মার্ট ক্লাসরুম এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এক বৈপ্লবিক সমাধান হিসেবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আধুনিক শিক্ষাপ্রযুক্তি শিক্ষার্থীর ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা দূর করে শিক্ষার অধিকারকে আক্ষরিক অর্থেই ‘সার্বজনীন’ করে তুলেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাপ্রযুক্তি কেবল কম্পিউটার বা প্রজেক্টরের মতো হার্ডওয়্যার ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, উন্নত হার্ডওয়্যার এবং

হাই-স্পিড ইন্টারনেটের সমন্বয়ে তৈরি এক নতুন প্রজন্মের ক্লাসরুম, যেখানে বোঝানো ও শেখার পদ্ধতি উভয়ই হয়ে ওঠে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। এই ডিজিটাল ইকোসিস্টেম এমন একটি শেখার পরিবেশ তৈরি করে যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রথাগত গণ্ডি পেরিয়ে নিজের সুবিধাজনক সময়ে ও গতিতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। আগে যেমন রেডিও বা টেলিভিশনের শক্তিশালী ভূমিকা ছিল, আধুনিক যুগে সেই জায়গাটি দখল করে নিয়েছে ইউটিউব, জুম বা গুগল মিটের মতো প্ল্যাটফর্ম। বর্তমান সংজ্ঞায় শিক্ষাপ্রযুক্তি হলো এমন একটি গতিশীল মাধ্যম যা ভৌগোলিক ও সময়ের দূরত্ব ঘুচিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন এবং প্রাণবন্ত মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টার‌্যাকশন নিশ্চিত করে, যা শিক্ষাকে করে তোলে আরও সহজলভ্য ও ফলপ্রসূ।

আজকের বিশ্বে ‘জ্ঞানের বিস্ফোরণ’ এতটাই দ্রুত যে, পাঠ্যবই ছাপিয়ে আসার আগেই তথ্য পালটে যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রযুক্তি শিক্ষককে একজন ‘তথ্যের ভাণ্ডার’ থেকে উন্নীত করে একজন ‘ফ্যাসিলিটেটর’ বা সহায়কের ভূমিকায় বসিয়েছে। ডিজিটাল লাইব্রেরি, ই-বুক এবং সিমুলেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এখন অনেক জটিল বিষয় (যেমন: মহাকাশ বিজ্ঞান বা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠন) ঘরে বসেই প্রত্যক্ষ করতে পারছে। ‘আর্থিক সীমাবদ্ধতা’র সমাধান দিচ্ছে আজকের ডিজিটাল এডুকেশন প্ল্যাটফর্মগুলো, যেখানে নামমাত্র খরচে বিশ্বমানের শিক্ষা পাচ্ছে প্রান্তিক অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষাপ্রযুক্তি হলো শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ, যন্ত্র, ধারণা এবং পদ্ধতির একটি সুসংগঠিত সমন্বয়। এটি শিক্ষককে প্রতিস্থাপন করে না, বরং শিক্ষকের কর্মদক্ষতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীকে আধুনিক পৃথিবীর উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96